পাক্ষিক

আহমদী

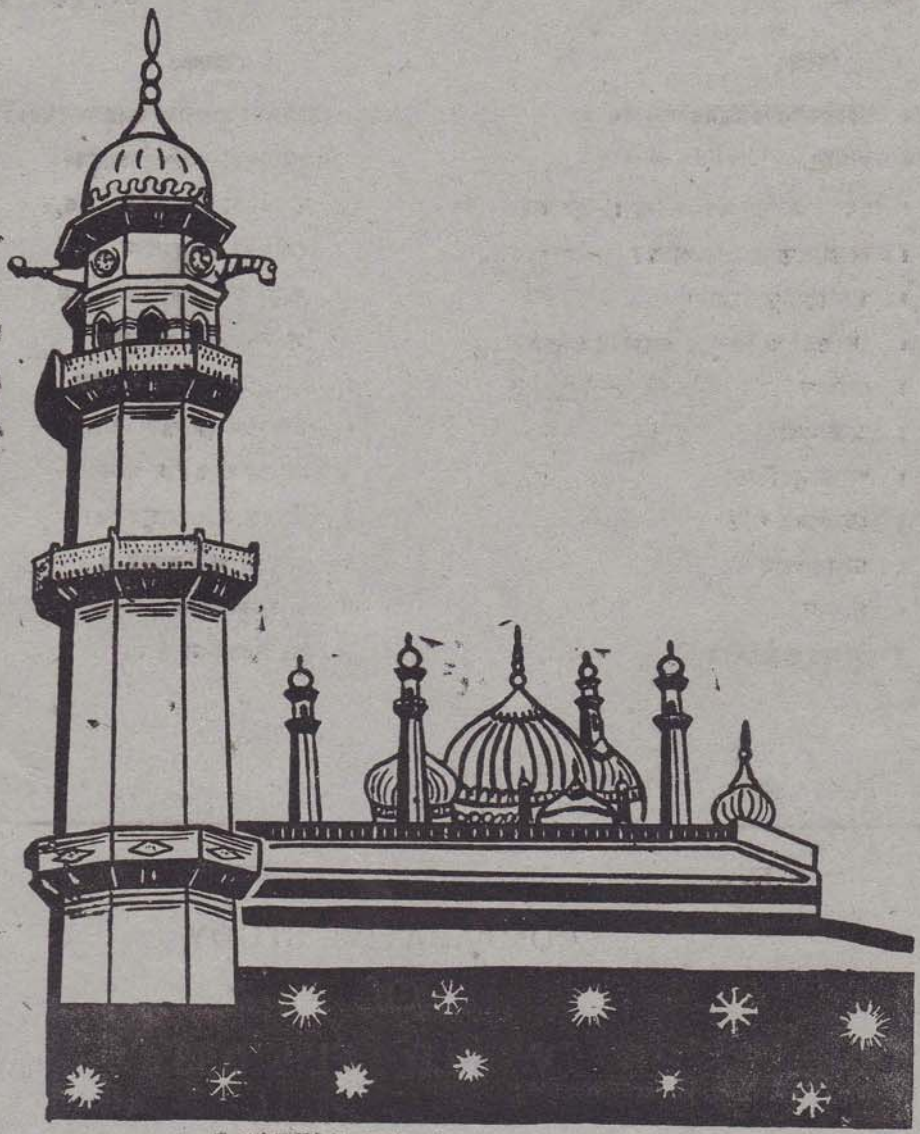

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২য় সংখ্যা
৩০শে মে, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

২য় সংখ্যা
৩০শে মে, ১৯৬৯ :

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩৩
হাদীস	অনুবাদক—বশির আহ্‌মদ	৩৫
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	তবলীগে হক্ হইতে উদ্ধৃত	৩৬
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	৩৭
হায়াতে তাইয়্যেবা	অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪৫
দোওয়া ও জিক্‌রে এলাহীর ফজিলত	সৈয়দ এজাজ আহ্‌মদ	৪৯
দোজখ	মোহাম্মদ আবুল কাসেম	৫২
অন্তরমুখী	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৫৫
আজ্ঞানুবর্তিতা	মকবুল আহাম্মদ খান	৫৭
ছোটদের পাতা	আৎফালুল আহ্‌মদীয়া	৬১
চলার পথে	মোঃ আখতারুজ্জমান	৬২
সংবাদ	আহ্‌মদী জগৎ	৬৩
অপূর্ব প্রতিশোধ	কুদসিয়া বিন্‌তে মীর্যা	৬৪

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ৩০শে মে ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ৩০শে হিজরত ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ২য় সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইউসুফ

৯ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৭০ ॥ এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল, সে তাহার ভাইকে নিজের কাছে রাখিল এবং বলিল, নিশ্চয় আমি তোমার (হারান) ভাই (ইউসুফ), অতএব তাহারা যাহা কিছু (তোমার সহিত) করিতেছিল তজ্জন্য দুঃখ করিও না।

৭১। অতঃপর যখন সে তাহাদিগকে তাহাদের শস্য-সামগ্রী দিয়া (ফিরিয়া যাইবার জন্য) প্রস্তুত করিল, তখন নিজের পানি খাইবার পেয়ালা তাহার ভাই-এর থলিয়াতে রাখিয়া দিল। অতঃপর কোন ঘোষণাকারী উচ্চস্বরে বলিল, হে কাফেলার লোকেরা! নিশ্চয় তোমরা চোর।

৭২॥ তাহারা তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, তোমরা কি জিনিষ হারাইয়াছ?

৭৩॥ তাহারা বলিল, আমরা বাদশাহের (শস্য মাপিবার) পরিমাপ পাত্র পাইতেছি না এবং যে উহা আনিয়া দিবে তাহাকে এক উট বোঝাই (শস্য পুরস্কার) দেওয়া হইবে এবং আমি এই সম্বন্ধে জামিন।

৭৪। তাহারা বলিল আল্লাহ্‌র শপথ, নিশ্চয় তোমরা জান যে, এই দেশে আমরা উপদ্রব করিতে আসি নাই এবং আমরা চোর নহি।

৭৫। তাহারা বলিল, যদি তোমরা মিথ্যুক প্রতিপন্ন হও তবে চুরির কি শাস্তি?

৭৬॥ তাহারা বলিল ইহার প্রতিফল এই যে, যাহার আসবাবপত্রে (এই পরিমাপ পাত্র) পাওয়া যাইবে সেই হইবে উহার বিনিময়। এইভাবেই আমরা অন্যায়কারীদিগকে (চোরদিগকে) শাস্তি দিয়া থাকি।

৭৭॥ অতঃপর সে (অনুসন্ধানকারী) ইউসুফের ভাই-এর থলিয়া দেখার আগে তাহাদের থলিয়া তালাশ করিল। অতঃপর তাহার ভাই-এর থলিয়ায় (পান পাত্র দেখিয়া) মধ্য হইতে উহা বাহির করিল। এইভাবে আমরা ইউসুফের জন্য ব্যবস্থা করিলাম। (নতুবা) আল্লার (এইরূপ) ইচ্ছা হওয়া ব্যতীত ইউসুফ তাহার ভাইকে বাদশার আইনের ভিতর রাখিতে পারিত না। আমরা যাহাকে ইচ্ছা উচ্চ পদ মর্য্যাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই একজন অধিকতর জ্ঞানী পাওয়া যায়।

৭৮॥ তাহারা বলিল, যদি সে চুরি করিয়া থাকে, তবে পূর্বে তাহার ভাইও চুরি করিয়াছিল। ইহাতে ইউসুফ তাহার মনের মধ্যে প্রকৃত ঘটনাকে গোপন রাখিল এবং তাহাদের সামনে ইহা প্রকাশ করিল না। (শুধু) বলিল তোমরা জঘন্যতম স্তরের লোক এবং তোমরা যে অপবাদ দিতেছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ অধিকতম জ্ঞানী।

৭৯॥ তাহারা বলিল, হে আজীজ! নিশ্চয় তাহার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ, (এবং সে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে) অতএব তাহার স্থানে আমাদের একজনকে রাখিয়া দাও। নিশ্চয় আমরা তোমাকে পরোপকারী লোকদের পর্য্যায়ভুক্ত দেখিতেছি।

৮০॥ সে বলিল, আমি (ইহা হইতে) আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি যে, যাহার নিকট আমাদের সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমরা পাকড়াও করি, তাহা হইলে আমরা অত্যাচারীদের দল ভুক্ত হইব। (ক্রমশঃ)

॥ হাদিস ॥

নামায

॥ ইহার শর্ত এবং ইহার আদব ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১

জার ইব্‌নে জুবায়েশ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি সাফওয়ান বিন্ আস্‌সাল (রাঃ) -এর নিকট মোজার উপর মাসাহ্ করার মোসলাহ্ জ্ঞাত হইবার জন্য তাহার নিকট গেলেন। হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে জার কিভাবে আসিলে? আমি বলিলাম, জ্ঞান অর্জনের জন্য আসিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, ছাত্রদের সামনে ফেরেস্তারা নিজের ডানা বিছাইয়া দেয় এবং তার জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ দেখিয়া খুব খুশী হয়। অতঃপর আমি বলিলাম, প্রশ্রাব এবং পায়খানার পর ওযু করার সময় মোজার উপর মাসাহ্ করার মোসলাহ্ সম্বন্ধে আমর হৃদয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আপনি রসুল করীম (সাঃ)-এর সাহাবী, এই জন্য আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম যে, রসুল করীম (সাঃ) হইতে ইহার সম্বন্ধে কোন কিছু শুনিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। রসুল করীম (সাঃ) বলিতেন, যদি আমরা সফরে যাই তাহা হইলে এক দিন ও এক রাত এবং যদি সফরে থাকি তাহা হইলে তিন দিন ও তিন রাত মোজার উপর মাসাহ্ করিতে পারি পরন্তু কেউ প্রশ্রাব করুক, পায়খানা করুক অথবা ঘুমাক কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অপবিত্র হইয়া যায় এবং তার উপর গোসল ফরজ হইয়া যায় তখন যেন মোজার উপর মাসাহ্ না করে। আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হির্‌স (মহাব্বত) সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছেন, তিনি বলিলেন, হাঁ। আমরা এক সফরে রসুল করীম (সাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম একজন বর্বর লোক "হে মোহাম্মদ" বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল। আপনি তার উত্তর সেইরূপ আওয়াজেই দিলেন। আমি তাকে বলিলাম, "তোর ধ্বংস হোক"। রসুল করীম (সাঃ) সম্মুখে আদবের সহিত কথা-বার্তা বল, ধিরে সুস্থে কথা বল, কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা এই দরবারে উচু আওয়াজ বাহির করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সেই বর্বর ব্যক্তি বলিল, খোদার কসম! আমি আমার আওয়াজ নিচু করিব না। অতঃপর সে বলিল, এই দাস আপনাদের প্রতি ভালবাসা রাখে কিন্তু এর মধ্যে সামিল নাই। অর্থাৎ এদের মত ভাল কাজ করার মত সৌভাগ্য আমার নাই। অতঃপর রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, কিয়ামতের দিন মানুষ তার সাথেই হইবে যাহার সহিত সে মহাব্বত করে (অর্থাৎ যাহাকে সে ভালবাসে)।

২

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দাঁতন করা মুখের ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌-তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ।

৩

হযরত আনাস্‌ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, দাঁতন করার জন্য আমি তোমাদের খুব বেশী জোর দিতেছি।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥

আমার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে

বর্তমান শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি বলিয়া আমার যে দাবী, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমি জোরের সহিত বলিতেছি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে মামুর (বা ধর্ম সংস্কারক) করিয়াছেন। আমার এই দাবীর পর বাইশ বৎসরের (বর্তমানে ৮৮ বৎসরের) বেশী সময় অতীত হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময় ধরিয়া আমি আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য পাইতেছি। তোমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে ইহাই যথেষ্ট। কারণ, অনাচার দূর করিব বলিয়া আমি যে মোজাদ্দেদ হইবার দাবী করিয়াছি, তাহা কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী। আজ যাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, বস্তুতঃ তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলকে মিথ্যাবাদী বলে। আমার স্থলে আর কাহাকেও ধর্ম সংস্কারকরূপে না দেখাইয়া দিয়া, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। কারণ, সর্বত্র অনাচার দেখা দিয়াছে এবং যুগের অবস্থা বলিয়া দিতেছে যে, ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব আবশ্যক। কোরআন শরীফ সাক্ষ্য দেয় যে, এইরূপ অনাচারের সময় উহার হেফাজতের জন্য ধর্মসংস্কারক আসিয়া থাকেন। হাদিস বলিয়া দেয় যে, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় মোজাদ্দেদ আসেন। সুতরাং যখন ধর্মসংস্কারকের আবশ্যকতা আছে, ধর্মের সংস্কার ও হেফাজতের বিধান আছে, তখন এই আবশ্যকতা ও বিধান অনুযায়ী যিনি আসিয়াছেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিবার পথ মাত্র দুইটি—হয় অন্য কোন সংস্কারককে দেখাইয়া দিতে হইবে, আর না হয় কোরআন ও হাদিসের এই সমুদয় বাণীকে মিথ্যা বলিতে হইবে।

(তবলীগে হক হইতে উদ্ধৃত)

---

* প্রকাশক

★

(হাদিসের অবশিষ্ট)

৪

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন 'যদি আমার উম্মতের জন্য অসুবিধা ও কষ্টের কারণ না হইত তাহা হইলে আমি প্রত্যেক নামাযের পূর্বে দাঁতন করার জন্য হুকুম দিতাম।"

৫

হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে তার দোষ ও ত্রুটি তার শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় এই পর্যন্ত যে তার নোখের ভিতর হইতেও দোষ ত্রুটি বাহির হইয়া যায়।

অনুবাদক—**বশির আহমদ**

★

আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই পর্যায়ের বিশ্বাস লাভ করিতে আমাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে দেখিতে হয়। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, তিনি এমন এক অস্তিত্ব যে আমরা নিকট বা দূর কোন দিক হইতেই নিজস্বভাবে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি না এবং আমরা তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতেও পারি না। তাহা হইলে কিভাবে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে এই পর্যায়ের জ্ঞান লাভ করিব?

কথিত আছে এক প্রান্তরের মধ্যে চলৎশক্তিবিহীন এক বিকলাঙ্গ বাস করিত। এক বিখ্যাত বুযুর্গকে দেখিবার জন্য একদা তাহার অন্তরে প্রবল বাসনা জাগিল। কিন্তু সেই বুযুর্গ কখনও গৃহের বাহির হইতেন না। বিকলাঙ্গ আল্লাহ্‌র নিকট বুযুর্গের সাক্ষাতের জন্য দোয়া করিতে লাগিল। এক দিন সেই দেশের বাদশাহ্‌ কোন কাজের জন্য সেই বুযুর্গকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আহ্বান জানাইলেন। বুযুর্গ, বাদশাহের আমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথে সেই বিকলাঙ্গের পর্ণকুটীর পড়িল। তিনি যখন সেখানে পৌঁছিলেন, তখন ঝড় বৃষ্টি আসিল ও সন্ধ্যা হইয়া গেল। তিনি অগত্যা সেই বিকলাঙ্গের নিকট তাহার পর্ণকুটীরে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় চাহিলেন। সে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিল। বুযুর্গের পরিচয়ে বিকলঙ্গের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। সে বুঝিল আল্লাহ্‌-তায়ালা তাহার দোয়া কবুল করিয়াছেন। এক রাত্রের জন্য যে বুযুর্গের পবিত্র সাহচর্য লাভ করিল। পরদিন প্রভাতে বাদশাহের দূত আসিয়া জানাইয়া গেল যে সেই বুযুর্গকে আর বাদাশাহের সহিত সাক্ষাতে যাহাতে হইবে না, কাজ হইয়া গিয়াছে। বিকলাঙ্গ এবং বুযুর্গ উভয়েই বুঝিলেন যে সত্যই কাজ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে কাজ বাদশাহের ছিল না। কাজ ছিল বাদশাহের যিনি বাদশাহ্‌, তাঁহার। কাজ ছিল তাঁহার, যাঁহার নিকট এক ঘৃণিত সমাজ পরিত্যাক্ত চলৎশক্তিবিহীন বিকলাঙ্গের দোয়াও তুচ্ছ যায় না। যে খোদা এক বিকলাঙ্গকে তাঁহার এক ভক্তের সাক্ষাৎ দানের জন্য এক বাদশাহ্‌কে এইভাবে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেন, তিনি কি তাঁহার কোন দাসের সত্যকার সাক্ষাতের বাসনা পুরণের ব্যবস্থা না করিয়া পারেন?

আল্লাহতায়ালার সহিত সাক্ষাতে তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য আমরা প্রবাদবাক্যের বিকলাঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর অক্ষম। সেইজন্য তিনি তাঁহার পবিত্র কালামে মহা আশ্বাসবাণী দিয়াছেন:—

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ○

"দৃষ্টি তাঁহার নিকট পৌঁছায় না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিতে পৌঁছান।" (সুরা আনআম—১০শ রুকু)। যেহেতু আমাদিগের দৃষ্টি তাঁহাকে দেখিতে পারে না, সেই জন্য তিনি আমাদের দৃষ্টিতে নামিয়া আসেন। তবে কি তিনি আমাদিগের বাহ্যিক দৃষ্টিতে আসিয়া ধরা দিবেন বলিয়াছেন? কেবল বাহ্যিক ব্যবস্থার দ্বারাই কি কাহাকেও নিকটে পাওয়া যায়? স্থূল যাহা তাহাকে জড় ব্যবস্থায় নিকটে পাওয়া যায়। কিন্তু যাহা অতি সূক্ষ্ম তাহাকে অতি সূক্ষ্মতম ব্যবস্থার

দ্বারাই নিকটে পাওয়া যাইতে পারে। উপরুক্ত আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌তায়ালা জানাইয়াছেন

وهو اللطيف الخبير

(সুরা আনআম—১৩শ রুকু)।

"এবং তিনি অতুলনীয় এবং সকল বিষয় অবগত।" আমাদিগের চক্ষু এবং অপরাপর ইন্দ্রিয় সমূহের কর্মক্ষেত্র বস্তু জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিকটে গিয়া তুলনা মূলেই তাহারা বিভিন্ন বস্তুর পরিচয় অবগত হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তু জগতে যাঁহার তুলনা নাই, তাঁহার পরিচয় তাহারা কি ভাবে জানিবে? আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন, ليس كمثله شيء "কোন কিছুই তাঁহার তুল্য নহে।" (সুরা আল শোয়রা-২য় রুকু)

অতএব জগতে যদি অতুলনীয় কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা দ্বারাই সেই মহা অতুলনীয়ের পরিচয় সম্ভব। জগতে অতুলনীয় কে এবং উহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি আমরা উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি; তাহা হইলে আমরা খোদার পরিচয় লাভে সমর্থ হইবে।

আল্লাহ্‌তায়ালার নাম

পরিচয়ের প্রথম কথা হইল নাম। নাম ব্যতিরেকে আমরা কোন বস্তুকে মনন করিতে ও স্মরণ রাখিতে পারি না। এই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা আদম (আঃ)-কে সর্বপ্রথম নাম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

وعلم ادم الاسماء كلها

"এবং তিনি আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিলেন।"

(সুরা বকর—৪র্থ রুকু)।

তদনুযায়ী মানুষ আজ প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির নাম রাখিয়াছে।

কোন ব্যক্তিকে আমরা স্মরণ করিতে বা ডাকিতে তাহার নাম ধরিয়া ডাকি। এই নাম কি? ইহা কোন গুণের প্রকাশক শব্দ। যিনি নাম রাখেন, তিনি ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন শুভ কামনা করিয়া তদনুযায়ী তাহার নাম রাখেন। ইহাই নাম রাখার বিধি ও উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে অল্পেই তাহার নামের মর্যাদা রাখে।

আল্লাহ্‌তায়ালাকেও মনন ও স্মরণ করিতে তাঁহার নামের প্রয়োজন। মানুষের নাম মানুষে রাখে কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার নাম কে রাখিবে? একজন নাস্তিক বলিবে আল্লাহ্‌র নাম মানুষেই রাখিয়াছে। কিন্তু না জানা বস্তুর নাম মানুষে রাখিতে পারে না। এমন কি কোন অজানা মানুষ দূর দিয়া হাঁটিয়া গেলে, তাহার কোন বৈশিষ্ট না পাইলে আমরা তাহাকে "ওহে" বলিয়া ডাকি। কিন্তু "ওহে" কোন নাম নহে। তাহার হস্তে ছাতি থাকিলে, ছাতিওয়ালা, বই থাকিলে, বইওয়ালা ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে ডাকি। মানব জাতির উপর এমন এক যুগ গিয়াছে, যখন আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান ছিল না। ক্রমঃ বিকাশের ধারায় মানব জাতির উন্নতির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা ধীরে ধীরে তাহার দিকে আগাইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার গুণাবলীর প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল গুণের প্রকাশের ফলে তিনি বিভিন্ন জাতির নিকট গুণবাচক নামে পরিচিত। দূরত্ব এবং জানার তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন যুগে তাঁহাকে কেহ নামহীন ভাবে, কেহ শক্তি হিসাবে, কেহ সর্বশক্তিমান, কেহ সৃষ্টিকর্তা, কেহ পরম দয়ালু ইত্যাদি বলিয়া স্মরণ করিয়াছে। কিন্তু তবু মানুষে তাঁহার নাম রাখে নাই। নামের শিক্ষক তিনি স্বয়ং। তাঁহার নামাবলী তিনি নিজেই জানাইয়াছেন। একদিকে তিনি তাঁহার মহিমার প্রকাশ করিয়াছেন এবং অপর দিকে উহার প্রকাশক নাম তিনি মানবকে শিখাইয়া আসিয়াছেন।

মানুষের রাখা নামের মধ্যে শুধু তাহার শুভেচ্ছা থাকে, সত্যের প্রকাশ অল্প ক্ষেত্রেই হয়। এই সকল নাম অনেক সময়ে কানা ছেলের পদ্মলোচন নামের ন্যায় ব্যঙ্গোক্তিমূলক প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু খোদা-তায়ালা যে নাম রাখেন উহা এই পর্যায়ের হয় না। তাঁহার দ্বারা জানানো নামের পূর্ণ প্রকাশ হইয়া থাকে। তিনি কখনও কখনও কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্যও পূর্ব হইতে নাম রাখিয়া থাকেন। যথা হযরত ইসমাইল (আঃ), হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং এ যুগে হযরত আহমদ (আঃ)। এই সকল মহাপুরুষ তাঁহাদের নামের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করিয়া নামের অর্থকে সত্য করিয়া গিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার নিজের নাম আমাদিগকে জানাইয়াছেন। মানুষ কাহারও নাম আগে রাখে এবং পরে উহার যথার্থ প্রতিপন্ন বা অপ্রতিপন্ন হয়। কিন্তু খোদা নিজের নাম জানাইয়া উহার যথার্থ পূর্ণভাবে সপ্রমাণিত করেন। ইসলাম—পূর্ব ধর্ম বিধানগুলিতে তিনি তাহার যুগের প্রয়োজনানুযায়ী গুণবাচক নামের প্রকাশ করেন, কিন্তু ইসলাম ধর্মে তিনি তাঁহার সকল গুণের পূর্ণ প্রকাশ করেন এবং সকল গুণের পূর্ণ প্রকাশক তাঁহার নিজস্ব নামও জানাইয়াছেন। সেই নাম আল্লাহ্‌! ইহা অতুলনীয়। ইহাই 'ইসমে আযম' বা মহা নাম। অন্য কোন ধর্মে বা ভাষায় এরূপ আল্লাহ্‌তায়ালার স্বত্বার জন্য নিজস্ব স্বতন্ত্র নাম নাই। অপর ধর্মগুলির মধ্যে তাঁহার জন্য ব্যবহৃত সকল নামই গুণবাচক। পূর্ণ ধর্ম ইসলামেই তিনি তাঁহার পূর্ণ নামের প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ সত্যকার ভাবে নাম বলিতে শুধু আল্লাহ্‌-তায়ালারই আছে, আর কাহারও বা কিছুরই নাম নাই। অনেক ভ্রান্ত ফকির সরলমতি মুসলমানদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যে, 'ইসমে আযম' না কি কোন এক গোপন মোক্ষম মন্ত্র। ফলে তাহারা ঐ সকল ফকিরের পিছনে ঘুরিয়া অযথা তাহাদের অমূল্য জীবনকে নষ্ট করিয়া ফেলে। পূর্ববর্তী জাতির নিকট 'ইসমে আযম' গোপন ছিল সত্য? কিন্তু ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এখন আর ইহা গোপনের বস্তু নহে, পরন্তু প্রকাশও প্রচারের বস্তু। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং যেরূপ এক এবং অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়, তদ্রূপ তাঁহার এই নামও এক, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। ইহার কোন অর্থ নাই। ইহা সকল গুণ ও মহিমার অধিপতির স্বত্ব নির্দেশক নাম। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং যেমন কাহারও দ্বারা জাত নহেন এবং কেহ তাঁহার দ্বারা জাত নহে। তদ্রূপ আল্লাহ্‌ শব্দ কোন ধাতু হইতে উদ্ভূত নহে এবং ইহা হইতে অন্য কোন শব্দ উদ্ভূত হয় না। তাঁহার নাম কেহ রাখিয়া দেয় এজন্য তিনি কাহারও উপর নির্ভরশীল নহেন। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত।

قل هو الله احد ○ الله الصمد ○ لم يلد
ولم يولد ○ ولم يكن له كفوا احد ○

বলঃ তিনি আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয় এক, আল্লাহ্‌, যাঁহার উপর সকলে নির্ভরশীল। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তিনি কাহারও দ্বারা জাত নহেন এবং কেহই তাঁহার তুল্য নহে।"

(সূরা এখলাস)।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার গুণবাচক নামাবলী সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

له الاسماء الحسنى

"তিনি পূর্ণ (গুণাবলী প্রকাশক) নাম সমূহের অধিকারী।"

(সূরা হাশর—৩য় রুকু)।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালার এই সকল নামের উল্লেখ রহিয়াছে। এই নামগুলি আমাদিগের

জীবনের অতীব জরুরী। আমরা এক এক প্রয়োজনের জন্য যখন এক এক বস্তর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ি, তখন অভাব পূরণ উপযোগী আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম ধরিয়া তাঁহার নিকট নিবেদন জানাইলে তিনি অভাব পূরণ করেন। তিনি পবিত্র কুরআনে তাই বলিয়াছেন—

و لله الا سما ا لحسنى فا د عو ه بها

'এবং আল্লাহ্‌র জন্য পূর্ণ (গুণাবলী প্রকাশক) নাম সমূহ রহিয়াছে। অতএব তাঁহাকে তদ্বারা ডাক।"

(সূরা আরাফ—২২শ রুকু)।

আল্লাহ্‌ কি?

বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্‌তায়ালার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণ পাওয়া যায়। এইগুলি মাণুষের মনগড়া। তাঁহাকে কেহ পুরুষরূপে, কেহ নারীরূপে, কেহ গরুরূপে, কেহ বরাহরূপে ইত্যাকারভাবে নানারূপে ধারণা করে। এইরূপ ধারণা রাখিয়া তাঁহাকে আবার তাহারা অসীম এবং অনন্তও মানিয়া থাকে। এই প্রকার পরস্পর বিরোধী ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যাহার আকার ও রূপ আছে, সে খোদা হইতে পারে না। কারণ আকার ও রূপের জন্য সীমা ও রেখার প্রয়োজন। আকার সীমার দ্বারা আবদ্ধ। আকার ও রূপধারী অস্থায়ী ও বিনাশশীল হইয়া থাকে। সীমা, রেখা, অস্থায়ীতা ও বিনাশ সসীমের বৈশিষ্ট। অসীম ও অনন্ত, সীমা, রেখা ও কালের বাঁধন হইতে মুক্ত। আল্লাহ্‌তায়ালার আকার নাই। তিনি কোন্ সীমার দ্বারা আবদ্ধ নহেন তিনি আকার ও সীমার স্থষ্টি কর্তা। তিনি এ দুইয়ের অতীত। তিনি নিরাকার।

ইসলাম আল্লাহ্‌তায়ালা সম্বন্ধে আমাদিগকে জানায় যে তিনি এক পূর্ণ স্বয়ম্ভূ স্বত্বা, সকল গুণের আধার, সকল ত্রুটি হইতে মুক্ত, তিনি অনাদি ও অনন্ত, তিনি স্থান ও কালের অতীত, তিনি কাহারও দ্বারা জাত নহেন এবং কেহ তাহার দ্বারা জাত নহেন। তিনি সারা স্থষ্টির স্থষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা, তিনি ইহকাল ও পরকালের মালিক, তিনি পথ প্রদর্শক ও রক্ষক, তিনি বিনা ইন্দ্রিয়ে সব কিছু শোনেন এবং জানেন, তিনি সম্মান ও রাজ্য দেন এবং সম্মান ও রাজ্য হরণ করেন, তিনি শিষ্টের পালনকর্তা ও দুষ্টের দমনকর্তা, তিনি মানব জাতি ও বিশ্বকে এক মহান উদ্দেশ্যে স্থষ্ট করিয়াছেন।

জাগতিক দৃষ্টান্তে আল্লাহ্‌তায়ালাকে বুঝিবার জন্য পবিত্র কুরআনে তিনি আপন পরিচয়ে বলিয়াছেন—

ا لله نو ر السموا ت و الا رض

"আল্লাহ্‌ আকাশ সমূহ এবং জমীনের আলো"

(সুরা নূর—৫ম রুকু)।

যাহারা বিজ্ঞান পড়িয়াছেন এবং আলোর গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা জানেন যে আলোকে দেখা যায় না, বরং আলো বস্তু সমূহের উপর প্রতিফলিত হইয়া উহাদিগকে দৃশ্যমান করে। সূর্য হইতে যে আলো আমরা পাই, উহা মধ্যবর্তী শূন্য স্থানকে আলোকিত না করিয়া পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলে আসিয়া ধূলিকনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের বস্তু সমূহের উপর প্রতিফলিত হইয়া উহাদিগকে দৃশ্যমান করে। আমরা যাহা দেখি, তাহা আলো নহে। যাহা দেখি তাহা আপতিত আলোক রশ্মী সম্পাতে বস্তু সমূহের প্রকাশ। অনুরূপভাবে আলোকের দৃষ্টান্তে আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমা রশ্মী সারা সৃষ্টিকে প্রকাশিত করিয়াছে। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন দৃষ্টি তাঁহার নিকটে পোঁছে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিতে পোঁছেন। আলো যেরূপ অদৃশ্য ও নিরাকার তিনিও তদ্রূপ অদৃশ ও নিরাকার। আলো যেমন অদৃশ্য

থাকিয়া বস্তু জগতকে দৃশ্যমান করিয়া নিজ অস্তিত্বের প্রমান দেয় তিনি তেমনি স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়া সারা সৃষ্টিকে প্রকাশিত করিয়া নিজের অস্তিত্বের প্রমান দিয়াছেন। আলোকের রশ্মী সম্পাত না হইলে বস্তু জগত দৃশ্যমান হইত না। তেমনি আল্লাহ্‌র মহিমা সম্পাত না হইলে সৃষ্টি প্রকাশিত হইত না। আলো কেবল বস্তু জগতকে দৃশ্যমান করে, কিন্তু আল্লাহ্‌-তায়ালা বস্তু, শক্তি, জীবন, ভাব, আত্মা, ফেরেস্তা সকল জগতকেই প্রকাশিত করেন। এমন কি আলোও তাঁহারই আলোকে আলোকিত। তাঁহারই মহিমার প্রতিফলনে আলো বস্তু জগতকে দৃশ্যমান করে।

বিশ্বে আলো এলোমেলো ছড়ান নাই। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা সূর্যকে আলোর উৎসরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। আলোক রশ্মী সমূহ এই উৎস হইতে চতুর্দিকে সদা ব্যাপ্ত হইতেছে। আলোক রশ্মীর বৈশিষ্ট এক বিন্দু হইতে ক্রমশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত ও প্রসারিত হওয়া। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌তায়ালাও নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য সৃষ্টির মাঝে মানবকে তাহার মহিমা প্রকাশের জন্য এক উৎসরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

كنت كنزا مخفيا احببت ان اعرف
فخلقت ادم

"আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম, আমি পচ্ছন্দ করিলাম যে আমি যেন পরিচিত হই। সুতরাং আদমকে সৃষ্টি করিলাম।" (হাদিস)।

মানবের দ্বারাই আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমা প্রকাশিত হইতেছে। মানবকে সৃষ্টি না করিলে বিশ্ব, আলো-বিহীন জগতের ন্যায় গুপ্ত থাকিয়া যাইত এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকাশও হইত না।

আলোক রশ্মী যেমন এক কেন্দ্র হইতে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রুপ আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমাও ক্রমশঃ প্রসারিত ও বিস্তারিত হইতেছে। মানবের মাধ্যমেই তাঁহার এই প্রকাশ হইতেছে। তিনি প্রথমে হযরত আদম (আঃ)-এর মধ্যে নিজের অস্তিত্বের পরিচয়কে বিন্দুর আকারে প্রকাশ করিয়া উহাকে ক্রমশঃ প্রসারণ দিতে দিতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মধ্যে উহাকে বিশ্বরূপ দিয়াছেন। মোহাম্মদী নূরের মধ্যেই তাঁহার এ বিশ্বে পরম প্রকাশ। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে তিনি তাঁহার পরিচয়ের سراج منير প্রোজ্জল সূর্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা এ জগতের জন্য প্রয়োজনীয় তাঁহার সকল গুণের পরম প্রকাশ দেখাইয়াছেন। বস্তুর উপর বিভিন্ন বর্ণের আলোর ক্রিয়ার ন্যায় তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিককে আপন গুণাবলীর রংগে রঙিন করিয়াছেন। বস্তুর উপর বিভিন্ন বর্ণের আলোর সম্পাত হইলে বস্তু যেমন বিভিন্ন বর্ণের ভূষণে দৃশ্যমান হইয়া আলোর পরিচয় দেয়, তেমনি আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমার সম্পাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ গুণাবলী আল্লাহ্‌তায়ালার গুণা-বলীর পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করিয়া মানব মণ্ডলি তাঁহার শতমুখী মহিমাকে বিশ্বে প্রকাশিত করুক।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদিসে বর্ণিত আছে—

ان الله خلق ادم على صورته

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানবকে তাঁহার নিজের স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

আর এক হাদিসে বর্ণিত আছে—

من عرف نفسه فقد عرف ربه

"যে নিজের স্বত্বাকে চিনিয়াছে, সে স্বীয় রবকে চিনিয়াছে।"

এখন প্রশ্ন এই যে "আমি" কে এবং আমার স্বত্বা কি? আমার দেহ, আমার সৌন্দর্য, আমার

শক্তি, আমার গুণাগুণ "আমি" নহি। এ সব আমার সম্পত্তি ও প্রকাশ। এ সবের যে মালিক, সেই "আমি"। কিন্তু "আমি"র আকার কি? উহার অবস্থান কোথায়? আত্মাই "আমি"র অবস্থান ক্ষেত্র। উহার আকার আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা নিরাকার। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে মানবাত্মা অতুলনীয় বস্তু। ইহার পরিচয়ের পন্থা অভিনব। প্রেমের অগ্নীময় পথ দিয়া এক আত্মার সহিত আর এক আত্মার পরিচয় ঘটে। বাসনা ও কামনার আমন্ত্রণ দিয়া দুইটি আত্মার পরস্পরের প্রতি যাত্রা আরম্ভ হয়। যাহারা বাসনা ও কামনাকে লক্ষ্য ভাবিয়া, উহাদের উচ্ছৃঙ্খল পরিতৃপ্তির মধ্যে যাত্রা শেষ করে, তাহাদের আত্মা সুদূরেই রহিয়া যায়। আত্মার পরিচয় তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। তাহাদের দেহের পরিণয় হয়, কিন্তু তাহাদিগের আত্মার পরিণয় হয় না। দেহ ও মন রাজ্যের ওপারে আত্মার রাজ্য। বাসনা ও কামনাকে উহাদের স্ব স্ব স্থানে আমন্ত্রণের পর্যায়ে রাখিয়া, দেহ ও মন রাজ্যকে ছাড়াইয়া যাহারা পরস্পরের নৈকট্যের জন্য যাত্রা অব্যাহত রাখে, তাহারা পরিণামে আত্মার পরিচয় ও মিলনের রাজ্যে প্রবেশ করে। সেখানেও পরস্পরের দেখা শুনা ও জানাজানি আছে। কিন্তু জড়দেহের দেখা শুনা ও জানাজানি হইতে উহা স্বতন্ত্র। দৈহিক পরিচয়ে মিলন ত্রুটীপূর্ণ এবং অধিকাংশ সময়ে উহা মরিচীকাময় প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু আত্মিক পরিচয়ে মিলন ত্রুটিহীন এবং পূর্ণাঙ্গিক হইয়া থাকে। দুইটি দেহ একান্ত নিকটে থাকিয়াও উভয়ে বহু দূরে থাকিতে পারে এবং নৈকট্য পিয়াসী দুইটি আত্মা বস্তুতঃ দেহের দিক দিয়া অতি নিকট হইয়াও দূরত্ব বোধ করে এবং উভয়ে আরও, আরও নিকট হইতে চাহে। এ নৈকট্য কোন জড় ব্যবস্থার দ্বারা সম্ভব নহে। আত্মিক ক্ষেত্রে দুইটি আত্মার মিলনে উহা সম্ভব। সেখানে রূপ নাই, আকার নাই, ভাব নাই এবং ভাষা নাই। দুইটি আলোক জোয়ারের পরস্পরের সহিত অপরূপ মিলনবৎ সে মিলন। অরূপ ও নিরাকার সেই রাজ্যে দুইটি আত্মার মিলন ঘটে। আলোকের তুলিতে সেখানের ভাব, ভাষা, রূপ ও রেখা ফুটিয়া উঠে।

আত্মিক জগতে দুইটি আত্মার মিলন বাহ্যিক দেখা শুনা-ও-জানাজানি বিনা দূরে থাকিয়াও সম্ভব। হযরত আওয়েস করনী (রাঃ)-এর রসুল প্রেম ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। হযরত আওয়েস করনী (রাঃ) হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু কখনও উভয়ের সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে নাই। তথাপি তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অপূর্ব প্রেমিক ছিলেন। উম্মতে মোহাম্মাদীতে স্থান ও কাল উভয় দিক দিয়া দূরে অবস্থিত এরূপ রসুলের নৈকট্য প্রাপ্ত বহু প্রেমিক জন্মিয়াছিলেন। এ যুগে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এবং তাহার জামাআত রসুল প্রেমের পরম দৃষ্টান্ত স্থল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এই জামাতের জন্য বলিয়া গিয়াছেন।

"নিশ্চয় আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে এক সম্প্রদায় হইবে, যাহারা আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিবে, যাহাদের প্রত্যেকে নিজ পরিজন ও সঙ্গীদের বিনিময়ে আমার দর্শনাভিলাষী হইবে।"

(মুসলিম।)

বস্তুতঃ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, আজ জামাআতে আহমদীয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রেমে তাঁহার দীনের খেদমতের জন্য জীবন, ধন, মান সকলই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে। বস্তু জগতের স্থান ও কালের হিসাবের দিক দিয়া তাহারা দূরে থাকিয়াও আত্মিক জগতে তাহারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অতি নিকটে।

আত্মিক জগত অতুলনীয়। এ জগত স্থান ও কালের উর্ধে। এ জগতে স্থান ও কালে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে না। এখানে নৈকট্য ও ব্যবধানের উপকরণ পৃথক, সুতরাং পরম অতুলনীয় পরমাত্মা আল্লাহ্তায়ালার সহিত আমাদের যদি কোথাও সাক্ষাৎ পরিচয় ও নৈকট্য লাভ সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমাদের অতুলনীয় আত্মার আলোক দীপ্ত আঙিনাতেই তাহা হইতে পারে। আল্লাহ্-তায়ালার সহিত সাক্ষ্যাৎ লাভের জন্য এ আঙিনায় প্রেমের সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু প্রেমের পথ কখনও কুসুমাস্তৃত হয় না। দুইটি আত্মার মিলনে যেমন বহু অগ্নীপরীক্ষা দিতে হয়, তেমনি ঐশী প্রেমেও অগ্নীপরীক্ষা দিতে হয়। এ পরীক্ষা বড় কঠিন হইয়া থাকে। অগ্নী সমুদ্র পার হইতে হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে আমরা আল্লাহ্তায়ালার আপন স্বত্বার আঙিনায় উঠিয়া গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না। আমরা তাঁহার সহিত তাঁহার স্বত্বার স্তরে গিয়া মিলিত হইতে পারি না। আমরা তাহার স্বত্বার প্রকাশের স্তরে তাঁহাকে দেখিতে পারি। কারণ তাঁহার স্বত্বার স্তর সৃষ্ট-জগতের উর্ধে স্রষ্টার নিজের। সৃষ্ট আত্মা স্বভাবতই স্রষ্টার স্বত্বার সীমায় প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য আল্লাহতায়ালা স্বয়ং আমাদিগের আত্মার আঙিনায় নামিয়া আসেন। আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন, "দৃষ্টি তাঁহার নিকট পৌঁছায় না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিতে পৌঁছান।" তিনি আমাদিগের যে দৃষ্টিতে প্রাথমিকভাবে পৌছেন, তাহা আমাদিগের এই জড় দৃষ্টি নহে, বরং উহা আমাদিগের অন্তর্দৃষ্টিতে।

আল্লাহতায়ালা বিশ্বের জ্যোতিঃ স্বরূপ।

ا للہ نور ا لسموت و الا رض

"আল্লাহ্ আকাশ সমহ ও পৃথিবীর জ্যোতিঃ।" আমাদের দৃষ্টিও এক জ্যোতিঃ বিশেষ। সুতরাং আমাদিগের আত্মার মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার আগমন, যেন এক আলোর প্রতি আর এক আলোকের প্রসারণ। তিনি মহান, আমরা নগন্য। সুতরাং তিনি এক সুমহান আলোক জোয়াররূপে নামিয়া আসেন এক ক্ষুদ্র, দুর্বল, আশা ও ভীতিতে কম্পমান আত্মার স্তিমিত আলোক-শিখা রেখার উপর। পলকে ভাগ্যমান আত্মার অন্তর ও বাহির প্রেমময় আল্লাহ্র জ্যোতিঃতে প্লাবিত হইয়া যায়। ক্ষুদ্র এক প্রেম কণা কিভাবে স্থিতির মধ্যে মহা প্রেমের সমুদ্রকে নামাইয়া আনে, তাহার দৃশ্যপট তখন উদ্ঘাটিত হইয়া যায় এবং আকাশে ও ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ্তায়ালার শক্তি ও গুণের মহান প্রকাশ হয়? তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার সদ্য-প্রকাশ-স্নাত নব আকাশ ও নব ধরার স্বর্গীয় দিপ্তী লিখায় প্রত্যেক ব্যক্তির বাহ্যিক দৃষ্টিতেও উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন এবং এইভাবে তাঁহার বাণী পূর্ণ হয় "দৃষ্টি তাঁহার নিকট পোঁছায় না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিতে 'পৌছেন।'

যুগের প্রয়োজনানুযায়ী যাহাদের মধ্যে ঈদৃশভাবে আল্লাহ্তায়ালার প্রকাশ ঘটে, তাঁহারা তাঁহার নবী ও রসুল হইয়া থাকেন। তাঁহারা আপন আপন যুগে আল্লাহ্তায়ালার মহিমার প্রকাশের স্থল হইয়া থাকেন। লৌহ যেমন আগুনের সাহচর্যে আগুনের গুণাবলী প্রকাশ করে, তেমনি আল্লাহ্-তায়ালা যাঁহাদিগকে নিজ সান্নিধ্য দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্তায়ালা যেমন অতুলনীয়, এই সকল সম্মানিত মহাপুরুষগণও মানব জাতির মধ্যে অতুলনীয় হন এবং তিনি যেমন সকল বিষয় অবগত, তেমনি তাঁহার নবীগণের মাধ্যমে সকল জ্ঞানের প্রকাশ হয়। এইভাবে "তিনি অতুলনীয় এবং তিনি সকল বিষয় অবগত" হওয়ার দাবীও সপ্রমাণিত হয়। সুতারং নবীগণের জীবন আল্লাহ্তায়ালাকে দেখিবার জন্য দর্পণ-স্বরূপ।

হযরত মোহাম্মদ (সা:) আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বাপেক্ষা নৈকট্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,

من رانی قدرا لحق

"যে আমাকে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয় খোদাকে দেখিয়াছে।"

আশা করি একথা বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাঁহাকে দেখার অর্থ তাহার রক্ত মাংস গঠিত দেহকে দেখা নহে। সেরূপ হইলে আবু জেহেল অবিশ্বাসী হইয়া মরিত না। এখানে তাঁহাকে দেখার অর্থ তাঁহার প্রকাশিত জীবনকে দেখা, যাহার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার অপূর্ব মহিমা, গুণাবলী এবং শক্তি সমূহের বিকাশ হইয়াছে। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ

خدا نگویمش از ترسی حق مگر بخدا
خدا نما ست و جود ش برا ئے عالمیان

"সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না, কিন্তু খোদার কসম, তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদার দর্পণ স্বরূপ।" (কেতাবুল বারিয়া ১২ পৃঃ)।

যদিও প্রত্যেক নবীর জীবন আল্লাহ্‌তায়ালাকে দেখিবার জন্য যুগোপযোগী দর্পন স্বরূপ, তথাপি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনে আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের পরম ও চরম প্রকাশ হইয়াছে। বাইবেলে তাঁহার আগমনকে স্বয়ং খোদার আগমন বলা হইয়াছে। "খোদা তিমান হইতে আসিলেন এবং পবিত্রাত্মা পারাণ পর্বত হইতে।"

(হাবাকুক—৩ঃ৩)।

সুতরাং যুক্তিযুক্তভাবে তাঁহার আগমনে খোদা দর্শনের পূর্বের সকল দর্পণ বাতিল হইয়া গিয়াছে। এবং ইহার ঘোষণাও করা হইয়াছে। হিন্দু ধর্মের দর্পণে এখন খোদাকে দেখা যাইবে না, খ্রীষ্ট ধর্মের দর্পণে খোদাকে দেখা যাইবে না, অন্য কোন ধর্মের দর্পণে খোদাকে দেখা যাইবে না। এখন কেবল মোহাম্মদী দর্পণে খোদাকে দেখা যাইবে। সুতরাং আজ অন্য কোন ধর্মে খোদাকে দেখা যায় না বলিয়া খোদা নাই বলিলে সত্যের অপালাপ হইবে। আজ কেবল ইস্‌লামের মধ্যে এ সৌভাগ্য লাভ সম্ভব। অবশ্য উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যেও সকল স্থানে খোদাকে পাওয়া যাইবে না। একদিন যাহারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিয়াছিলেন এবং সৎকর্মে ক্রিয়াশীল ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে খোদার জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের বংশধরগণ কালক্রমে মাটির মোহে ঐশী জ্যোতিঃ হারাইয়া খোদা-দর্শনের-দর্পণ হওয়ার সৌভাগ্য হারায়। ফলে জগত অন্ধকারে ছাইয়া যায়, দিকে দিকে ভ্রান্তি ও নাস্তিকতা মাথা চাড়া দিয়া উঠে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা আশ্বাসবাণী দিয়াছেন যে, ইহাতে নিরাশ হইবার কারণ নাই। তিনি মুসলমানদের মধ্যে সদা এমন এক দল সৃষ্টি করিবেন যাহারা ইসলামের আদর্শ ও নমুনা কায়েম রাখিবে এবং তজ্জন্য জেহাদ করিয়া যাইবে। তাহারাই খোদাকে দেখিবার দর্পণ স্বরূপ হইবে। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্‌-তায়ালা এ যুগে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কে মোহাম্মদী দর্পণ পুনঃ স্থাপিত করিবার জন্য আবির্ভূত করিয়াছেন। তাঁহার আগমন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন-স্বরূপ ঘটিয়াছে।

যাহারা সত্যকারভাবে খোদাকে দেখিতে চায়, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগের জন্য হযরত মসিহ মওউদ (আ:)-এর মারফৎ তাঁহাকে দেখিবার সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তাহার মাধ্যমে আজ মোহাম্মদী নূরের নিকটে যাওয়া যাইবে এবং তাঁহার জামাতের দর্শনে আল্লাহ্‌তায়ালাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী

মৌলবী আবদুল কাদির

অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চেরাগ-দীন জুম্মুনীর হালাকত ঃ

এপ্রিল ১৯০২ সনের কথা ; জনৈক চেরাগ দীন জুম্মুনীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিল। এই ব্যক্তি হযরত আকদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই ধারণা জন্মিল যে, সে ঈসা রসুল। মুসলমান ও খৃষ্টান গনের মধ্যে সখ্য স্থাপন এবং ইঞ্জিল ও কোরআনের মধ্যে বিরোধ দূরীভূত করিবার জন্য খোদাতা'লার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছে ; হযরত আকদাস এই কথা জানিতে পারিয়া খোদাতা'লার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। ইহাতে তাহার সম্বন্ধে তিনি এলহাম পাইলেন ঃ نزل بہ جبیر অর্থাৎ, "তাহার উপর 'জবীর' অবতীর্ণ হইয়াছে। সে ইহাকেই এল্হাম বা রোইয়া মনে করিয়াছে। 'প্রকৃতপক্ষে, 'জবীর' শুষ্ক, বিস্বাদ রুটিকে বলে। ইহাতে কোনই সুস্বাদ থাকে না এবং কষ্ট পূর্বক ইহা গলাধঃ ধারন করিতে হয়। কৃপন ও মিথ্যাবাদীকেও 'জবীর' বলা হয়। এইরূপ ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে নীচতা, অপদার্থতা, এবং কার্পন্যের অংশ থাকে। এখানে 'জবির' দ্বারা 'হাদিসুন্-নফস'ও 'আস্গামুল্-এলহাম' ('বিক্ষিপ্ত 'কল্পনা') বুঝায়। এগুলির সহিত আকাশের আলো থাকে না এবং কৃপণতার চিহ্ন থাকে। এই প্রকার কল্পনাগুলি শুষ্ক 'মুজাহাদার

আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের অবশিষ্ট্য

আমরা এখন আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রমাণ উপস্থিত করিব। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আনিত পবিত্র কুরআন মূলে আল্লাহ্তায়ালা কি ভাবে স্বীয় শক্তি, মহিমা ও গুণের প্রকাশ করিয়াছেন আমরা উহার পর্যালোচনা করিব। আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে নিজ পরিচয় জানাইয়াছেন لہ الاسماء الحسنی "তিনি উত্তম নামাবলীর অধিকারী।" পবিত্র কুরআনে আমরা তাঁহার শতাধিক নামের উল্লেখ পাই। আল্লাহ্ নাম ছাড়া বাকি সবগুলি তাঁহার গুণবাচক নাম। এখন আমরা এই সকল নামের প্রকাশ দেখিব। মানুষের পরিচয়ও আমরা একই পদ্ধতিতে করিয়া থাকি। কাহারও অবয়ব দিয়া আমরা তাহার বিশেষ পরিচয় করি না। তাহার গুন-দ্বারাই আমরা তাহার পরিচয় করিয়া থাকি। সাক্ষাতে না দেখিয়াও আমরা নিউটন, মিলটন, ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে জানি বলি। ইহা তাহাদের কীর্তিকে জানিয়াই জানার দাবী করি। কিন্তু খোদাকে জানার ব্যবস্থা প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ ও সন্দেহাতীত। আসুন! এখন আমরা সেই আলোচনায় প্রবেশ করি। (চলবে)

★

ফল বা আগ্রহের সময় শয়তানের ভাবোদ্রেক বটে' কিম্বা শুষ্ক মস্তিষ্কতা বা উন্মাদ বশতঃ কখন কখন আগ্রহের সময় মনের মধ্যে এই প্রকার ভাবের উন্মেষ হয়। তাহাতে কোন প্রকার 'রুহানিয়ত' বা আধ্যাত্মিকতা থাকে না। এইজন্য ঐশী পরিভাষায়, এই প্রকার ভাবসমূহের নাম 'জবির'। ইহার চিকিৎসা হইল ''তাওবা,' 'আস্তাগ্‌ফার' এবং ইত্যাকার ধারণগুলি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হওয়া। নতুবা 'অধিক জবিরের' ফলে উন্মাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। খোদাতায়ালা সকলকেই এই আপদ হইতে রক্ষা করুন। ১"

অতঃপর এক রাত্রি চন্দ্র গ্রহনের সময় হযরত আক্‌দাস এ সম্বন্ধে এল্‌হামপ্রাপ্ত হইলেন ঃ

انی اذیب من یریب 'আমি ধ্বংস করিব, আমি বিনাশ করিব, আমি কোপ বর্ষণ করিব, যদি সে সন্দেহ করে এবং ইহার প্রতি ঈমান না আনে, এবং 'রেসালত ও মামুরের' (প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট) দাবী হইতে তাওবা না করে।" ২

অমৃতসর জেলায় মুদ্ গ্রামে মুনাযারা, ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর, ১৯০২ সন ঃ

মুন্‌শি মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব এবং মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব দুই সহোদর অমৃতসর জেলার অধীনে 'মুদ্', নামক পল্লীর অধিবাসী ছিলেন।

প্রথমে মুন্‌শি সাহেব 'বায়্‌আত' গ্রহণ করেন। কিন্তু চাকুরী উপলক্ষে মর্দ্দান জিলা পেশাওরে বাস করিতেন বলিয়া গ্রামে কোন আন্দোলন হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সহোদর মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবও যখন বয়েআত করিলেন, তখন তিনি গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার ভীষণ 'মুখালেফাত' (বিরোধিতা) আরম্ভ হইল। এমনকি গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে বয়কট করিল। তিনি তাঁহার ভ্রাতা মুন্‌শি মুহাম্মদ সাহেবকে পত্র লিখিলেন। তিনি ছুটি নিয়া গ্রামে পৌঁছিলেন। লোকদিগকে যতই বুঝান হইল, তাহারা ততই বিরোধিতা করিতে লাগিল। অবশেষে, সিদ্ধান্ত করা হইল যে, বিরোধীয় বিষয়গুলি নিয়া বাহাস করা হউক। তিনি কাদিয়ানে পৌঁছিয়া হযরত আকদাসের খেদমতে এই সিদ্ধান্তের বিষয় নিবেদন করিলেন (হযরত বিশেষতঃ মুনাযেরা ও মুবাহাসা মৌখিক বক্তৃতার পসন্দ করিতেন না)। কিন্তু তাঁহার একান্ত অনুরোধে হুযুর স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার পক্ষে হযরত মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ সরওয়ার শাহ্ শাহেবকে মুনাযারার জন্য পাঠাইলেন। অপর পক্ষে মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেব অমৃতসরী ছিলেন। ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর, ১৯০২ সনে মুনাযারা হইল। পক্ষগণের বক্তৃতার জন্য প্রত্যেকেরই বিশ মিনিট নিরূপিত হইল। মসিহ্ নাসেরীর জীবন ও মৃত এবং মসিহ্‌র অবতরণের বিষয়ে বাহাস হইল। মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেব যখন দেখিলেন যে, তিনি দলীলের দিক দিয়া শূন্য হস্ত, তখন তিনি হযরত আকদসের ব্যক্তিত্বের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলেন এবং খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করিলেন। এমনকি দাঙ্গার উপক্রম হইল। এই অবস্থা দেখিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মুনাযারা বন্ধ করিয়া দিলেন। হযরত মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ সরওয়ার শাহ্ সাহেব হযরত আকদাসের খেদমতে পৌঁছিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। হযরত আকদাস যাবতীয় কথা শুনিয়া মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেবের তিনটি কথার উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করিলেন। সেগুলি এই :—

প্রথম, মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেবের মতে হযরত আকদসের প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বানীই মিথ্যা হইয়াছে।

দ্বিতীয়, তিনি হযরত মীর্যা সাহেবের সহিত মুবাহালার জন্য প্রস্তুত।

(১) 'দাফে'উল্‌-বলা ; ২৩ পৃঃ, হাসিয়া নং ১ (২) ঐ ২৩ পৃঃ, ২নং হাসিয়া।

তৃতীয়, হযরত মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ সরওয়ার শাহ্ সাহেব যখন 'এজাযুল্ মসিহ্'কে সম্মুখে আনিয়া বলিলেন যে, মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেব ইহার জবাব লিখিলেন না কেন, তখন তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে অতি সহজে ইহার জবাব লিখিতে পারেন।

'এজাযে-আহমদী' প্রণয়ন ঃ

উপরোক্ত তিনটি বিষয় নিয়া হযরত আকদাস একটি কেতাব লিখিলেন 'এজাযে আহ্মদী'। ইহা ৮ই নবেম্বর, ১৯০২ সনে লিখা আরম্ভ করা হয় এবং ১২ই নবেম্বর ১৯০২ সন সমাপ্ত হয়। অন্য কথায় এই গুরুত্বপূর্ণ কেতাবটি শুধু পাঁচ দিনের মধ্যে প্রনয়ন করিলেন। মৌলবী সানাউল্লাহ্ সম্বন্ধে এই কেতাবে হুযুর লিখিলেন :—

"মৌলবী সানাউল্লাহ্ মুদ গ্রামে বাহাসের সময় ইহাও বলিয়াছেন যে কোন ভবিষ্যদ্বানীই পূর্ণ হয় নাই। সবই মিথ্যা হইয়াছে। এজন্য আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি তিনি এই গবেষণার জন্য কাদিয়ান আসুন এবং সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পর্য্যালোচনা করুন। আমি দিব্য পূর্বক অঙ্গীকার করিতেছি যে, 'মিন্হাজ-নবুওতের' (নবুওতের সুপ্রশস্ত পথের) দিক দিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণীই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে, এইরূপ প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আমি একশত টাকা তাঁহার নজর দিব। নচেৎ, এক বিশেষ লানতের চিহ্ন তাঁহার গলায় থাকিবে। আমি আসা যাওয়ার খরচও দিব। প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীকে নিয়াই পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, যাহাতে আগামীতে কোন ঝগড়া বাকী না থাকে। এই সর্ত্তেই টাকা পাওয়া যাইবে। প্রমাণের ভার আমার উপর থাকিবে।"

এই ব্যক্ত মৌলবী মুহাম্মদ আহ্সান আমরোহি সাহেবের বন্ধু ছিল। তিনি জোর দেওয়ায় প্রথমে ২৭শে এপিল, ১৯০২ সন তাহার 'তাউবা-নামা' লিখিয়া পাঠাইল। উহা 'আল্-হাকামে' প্রকাশিত হইল ১। কিন্তু কিছু সময় পরে আবার তাহার সেই উন্মাদ প্রবল হইল। এবার সে খুবই উত্তেজিতভাবে তাহার দাবী প্রচার করিতে লাগিল। এমনকি, হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে পুস্তক লিখিল। উহার নাম রাখিল, 'মিনারাতুল্-মসিহ্।' হুযুরকে (নাউযু বিল্লাহ্) "প্রতিশ্রুত দাজ্জাল' বলিয়া প্রকাশ করিল। এই পুস্তক প্রকাশান্তে এক বৎসর যাওয়ার পর, সে হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে আরো একটি পুস্তক লিখিল। এই পুস্তকে মুবাহালার দোয়া লিখিয়া স্বক্রীয় ধ্বংসকে আমন্ত্রণ করিল।

খোদাতা'লার কুদরত দেখুন! মুবাহালার বিষয় প্রেসে দেওয়ার পর, প্রস্তরে উহা অঙ্কিত হওয়ার পূর্বেই তাহার দুই পুত্র প্লেগে মারা গেল। অবশেষে ৪ঠা এপ্রিল, ১৯০৬ সন পুত্রদের মৃত্যুর দুই তিন দিন পরে নিজেও প্লেগের গ্রাস হইল। মানুষ জানিতে পারিল যে, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যবাদী। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করুন!

হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের (রাঃ) বিবাহ' অক্টোবর, ১৯০২ সন ঃ

হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদ সাহেব (খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী (রাঃ)-এর বিবাহ হযরত ডাঃ খলিফা রশীদ উদ্দীন সাহেবের ভাগ্যময়ী কন্যা হযরত মাহ্মুদা বেগম সাহেবার সহিত হওয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। চাকুরী প্রসঙ্গে ডাক্তার সাহেব তখন রুড়কীতে (ইউ-পি) অবস্থান করিতেছিলেন। এই জন্য ১৯০২ সনের অক্টোবরের প্রথমভাগে হযরত মৌলানা হাকিম নূরুদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বাধীনে কতিপয় বন্ধুর একটি ছোট-খাট পার্টি রুড়কী গমন করেন এবং

(১) আল্-হাকাম, ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৩ সন।

বিবাহ সম্পন্নের পর ৫ই অক্টোবর ১৯০২ সনে তাঁহারা কাদিয়ান প্রত্যাগমন করেন। মবলগ এক হাজার টাকা মোহর ধার্য্যক্রমে হযরত মৌলানা বিবাহ ঘোষণা করেন। 'রুখসতনা' পরবর্ত্তী বৎসর অক্টোবর ১৯০৩ সনে সম্পন্ন হয়। তখন হযরত ডাক্তার সাহেব আগ্রা ম্যাডিকেল কলেজের প্রফেসার ছিলেন। 'রুখসতনা' (কন্যা বিদায়) গ্রহনের উদ্দেশ্যে হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব (রাঃ) হযরত মীর নাসের নাওয়াব সাহেব সহ কাদিয়ান হইতে আগ্রা গমন করেন এবং ১১ই অক্টোবর ১৯০৩ সনে কাদিয়ানে প্রত্যাগমন করেন। 'আল-হামদুলিল্লাহে আলা-যালেকা'। ১

'আল্-বদর' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ঃ

শ্রদ্ধেয় বাবু মুহাম্মদ আফযল সাহেব পূর্ব আফ্রিকায় রেলওয়ে বিভাগে চাকুরী করিতেন। ১৯০২ সনে তিনি পেন্সনপ্রাপ্ত হইয়া পাঞ্জাব পুনরাগমন করিবার পর কাদিয়ান দারুল্ আমানে বাসস্থান নির্মাণ এবং সেখানে বাস করিতে থাকেন। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। ১৯০২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে "আল্ কাদিয়ান" নামে একখানি কাগজ কাদিয়ান হইতে বাহির করিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী মাসেই অর্থাৎ, ১৯০২ সনের অক্টোবরে কাগজের নাম পরিবর্তন করিয়া 'আল্-বদর' রাখিলেন। জনাব বাবু সাহেব ১৯০৫ সনের মার্চ মাসে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় কাগজটি বেশ ভাল চলিতেছিল। বাবু সাহেব মরহুম কাগজে হযরত আকাদসের ডাইরী খুবই সুব্যবস্থার সহিত প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত কাগজ বন্ধ রহিল। অতঃপর, ৩০শে মার্চ্চ হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব মরহুম ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে বাবু সাহেব ইহার একাকী সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। এখন ইহার মালিক হইলেন হযরত মিঞা মেরাজুদ্দীন সাহেব উমর এবং সম্পাদক হইলেন হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব। হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের নির্দ্দেশে কাগজটির নাম এখন 'আল্ বদর' স্থানে 'বদর' রাখা হইল। হযরত মুফতি সাহেব ও হযরত আকদসের জীবদ্দশায় পত্রিকাটি মনোজ্ঞ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনিও ধারাবাহিকভাবে হযরত আকদাসের ডাইরী ও এল্হামগুলী প্রকাশ করিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, "আল্-হাকাম" এবং 'আল্-বদর' বা 'বদর' হযরত আকদাসের দুইবাহু ছিল। উভয় পত্রিকাই সেল্সেলার প্রচারে যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা সম্পাদকগণকে উত্তম প্রতিদান করুন। তাঁহারা অতীব মহান কার্য্যসাধন করেন।

মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেব ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি "মীর্যা সাহেবের সহিত মুবাহালা করিতে প্রস্তুত।" হযরত আকদাস ইহার এই জবাব দিলেন ঃ

"সুতরাং যদি মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেব এই প্রকার চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকেন, তবে শুধু লিখিত পত্র যথেষ্ট হইবে না। এই মর্ম্মে একটি মুদ্রিত ইশ্তেহার প্রকাশ করা তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে যে, 'এই ব্যক্তিকে (এখানে আমার নামও স্পষ্ট লিখিতে হইবে) আমি কাযযাব; দাজ্জাল ও কাফের জ্ঞান করি এবং এই ব্যক্তি মসিহ মওউদ হওয়ার ও এল্হাম-ওহি পাওয়ার যে দাবী করে, সেই দাবী মিথ্যা হওয়া দৃঢ় প্রত্যয় করি। খোদা! আমি তোমার নিকট দোয়া করি, যদি আমার এই আকিদা যথার্থ নহে, এই ব্যক্তি বাস্তবিক মসিহ্ মওউদ এবং বাস্তবিক ঈসা আলাইহেস্ সালাম ওফাত পাইয়াছেন, তবে এই ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে আমাকে মৃত্যু দাও। আর যদি আমি এই আকিদায় সত্যবাদী হইয়া থাকি এবং এই ব্যক্তি প্রকৃতই দাজ্জাল, বেঈমান, কাফের ও মুরতাদ এবং হযরত ঈসা আকাশে জীবিত বিদ্যমান এবং কোন অজানিত সময়ে তিনি পুনরাগমন করিবেন,

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(১) 'আল্ হাকাম', ১২ই অক্টোবর, ১৯০৩ সন।

: দোওয়া ও জিক্‌রে এলাহীর ফযিলত :

সৈয়দ এজাজ আহম্মদ

اذكر الله ذكرا كثيرا و سبحوه
بكرة و اصيلا ۔ (القران)

অর্থ :—তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর অধিক মাত্রায় এবং আল্লার পবিত্রতা ঘোষণা কর সকালে ও সন্ধ্যায়। (আল্-কোরান)

পবিত্র কোরান শরীফে প্রত্যেক মুসলমানকে অধিক মাত্রায় জিক্‌রে এলাহী করার আদেশ দিয়াছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)ও দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র জিকিরে রত থাকিতেন। পবিত্র কোরানে আছে "ওয়াজ্‌ কুরুল্লাহা কাছিরান্‌ লাআল্লাকুম তুফলেহুন্‌"। (সুরা—জুমা ২ রুকু)

অর্থ :—আল্লাহ্‌কে অধিক মাত্রায় স্মরণ কর যদি তোমরা সাফল্য অর্জ্জন করিতে চাও।

কোরাণে করীমে অন্যত্রও আল্লাহ্ বলেন :—

"আলা—ইন্না বিজিক্‌রিল্লাহে তাৎমা ইন্নুল্‌ কুলুব"

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র জিকিরের কল্যানেই মানুষের পক্ষে সত্যিকারের সুখ ও শান্তি লাভ করা সম্ভবপর।

হায়াতে তাইয়্যেবার অবশিষ্ট্য

তবে এই ব্যক্তিকে ধ্বংস কর, যাহাতে অশান্তি ও বিভেদ সৃষ্টি দুর হয় এবং একজন দাজ্জাল, বিপথগামী ও পথ-ভ্রষ্টকারীর দ্বারা ইস্‌লামের অনিষ্ট না হয়। আমীন, সুম্মাআমীন'। তারপর, এই প্রকার মুবাহালার ইশতাহারে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দস্তখত থাকিতে হইবে এবং অন্ততঃ সাত শত খানা এই ইশতাহার প্রকাশ করিতে হইবে এবং বিশ খানা ইশতেহার রেজিষ্টারী ডাকযোগে আমাকে পাঠাইবেন। তাঁহাকে মুবাহালার জন্য আহ্বানের বা তাঁহার মুকাবিলা মুবাহালা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ং যে মুবাহালার জন্য প্রস্তুতি প্রকাশ করিয়াছেন, আমার সত্যতার জন্য যথেষ্ট।"

তৃতীয় বিষয় ছিল, মৌলবী সানাউল্লাহ্‌ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে 'এজাযুল্‌-মসিহ্‌র' কেতাব আরবীতে লিখিতে পারেন, হযরত আকদাস তদুত্তরে একটি সন্দর্ভ উর্দ্দূতে এবং উর্দ্দূ অনুবাদসহ একটি আরবী কাসিদা 'এজাযে মসিহ্‌' নামে প্রকাশ পুর্ব্বক শুধু মৌলবী সানাউল্লাহ্‌ সাহেবকেই নহে, বরং পীর মেহের আলী শাহ্‌ সাহেব গোলড়ভী, লাহোর ওরিয়াণ্টাল কলেজের আরবী অধ্যাপক মৌলবী আস্‌গর আলী রুহী সাহেব, লাহোরের শিয়া মুজ্‌তাহেদ মৌলবী আলী হায়েরী সাহেব, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী এবং লাহোর ওরিয়াণ্টাল কলেজেরই প্রফেসার কাজী যফরুদ্দীন সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করিলেন যে, তাঁহারা যদি উর্দ্দূ সন্দর্ভের জবাবে উর্দ্দূ সন্দর্ভ এবং আরবী কাসিদার জবাবে অনুবাদ সমেত আরবী কাসিদা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে দশ সহস্র টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। আরো লিখিলেন যে, তাঁহাদের আদালতের সহযোগেও এই পুরস্কার লাভের অধিকার থাকিবে।

হযরত আকদাস 'এজাযে আহ্‌মদী' সম্পুর্ণ মুদ্রিত হওয়ার পর একখানা কেতাব হযরত মৌলানা সৈয়দ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ্‌ সাহেব এবং আল-ইয়াকুব আলী সাহেবকে দিয়া ১৬ই নবেম্বর, ১৯০২ সন অমৃতসর প্রেরণ করেন, যাহাতে মৌলবী সানাউল্লাহ্‌ সাহেবকে ইহা পৌঁছান হয়। সেই দিনই অন্যান্য বিরুদ্ধবাদিগণকেও রেজিষ্টারী ডাকযোগে এক একখানা কেতাব পাঠান হইল এবং কেতাবের প্রচার সর্ব-সাধারণের নিকট করা হইল। (ক্রমশঃ)

আমাদের জন্য ইহাও একটি ঈমান বর্দ্ধক বিষয় এই যে, স্বয়ং রাসূলে করীম (সাঃ) ও হুযুরের বর্ণিত সংখ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌র জিকির করিতেন।

নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা যাইতেছে যাহাতে রাসূলে করীম (সাঃ) দৈনিক ৩০০ বার নিজে" তাসবীহ" তাহ্‌মীদ পড়িতেন ও ১০০ বার ইস্তেগফার পড়িতেন এবং সাহাবাগনও এই নিয়মানুযায়ী আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল থাকিতেন। আমাদের প্রিয় খলিফাও তাঁহার নিজ আদেশের মাধ্যমে রাসূলে করীমের (সাঃ) সেই আদেশ ও সুন্নতকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন নিম্নে উক্ত হাদীস সমূহ সংক্ষেপ দেওয়া হইল, যথা :—

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "তিনি রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হইতে শুনিয়াছেন, হুযুর বলিয়াছেন যে, দুইটি বাক্যের উচ্চারণ বড়ই সহজ কিন্তু আমলের দিক দিয়া ওজনদার এবং সেই দুইটি বাক্য আল্লাহ্‌র নিকট বড়ই প্রিয়। সেই দুইটি বাক্য, "সোবহানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দেহি সোবহানাল্লাহেল্ আজীম" (বোখারী, মুসলিম শরীফ)।

এই হাদীসের দোওয়াটির সহিত—"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদেন ওয়া আলে মোহাম্মাদিন্" যোগ করিয়া পড়িবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইহা মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর একটি এলহামী দোওয়া যে, দোওয়াকে তিনি এই যুগের জন্য "ইস্‌মে আজম" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দোওয়া বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

২। "عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعشى
كان لمن حج مائة حجة ومن حمد الله
مائة بالغداة ومائة بالعشى كان كمن
حمل على مائة فرس فى سبيل الله
(مشكواة المصابيح ٢٠٠)

"আমার ইব্‌নে শোয়েব হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি তাঁহার পিতা ও পিতামহ হইতে শুনিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন সে ব্যক্তি ভোরবেলায় ১০০ শত বার "সোবহানাল্লাহ" দোওয়াটি আবৃত্তি করিবে এবং সন্ধ্যাবেলায়ও ১০০ শত বার এই দোওয়াটি পাঠ করিবে সেই ব্যক্তি একশত বার হজ্জব্রত পালন কারী ব্যক্তির তুল্য সোওয়াবের অধিকারী হইবে। এবং যে ব্যক্তি ভোর ও সন্ধ্যায় একশত বার আল্-হাম্‌দু লিল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হাম্‌দ করিবে) দোওয়া পাঠ করিবে সেই ব্যক্তি জেহাদের জন্য কোন মোজাহেদকে সোওয়াবের জন্য একশত ঘোড়া দান করার অনুরূপ সোওয়ারীর অধিকারী হইবে।

(মেশকাত ২০০ পৃঃ)।

৩। "عن ابى هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من قال حين
يصبح وحين يمسى سبحان الله وبحمده
مائة مرة لم يأت احد يوم القيامة
بافضل مما جاء به الا احد . قال مثل ماقال
او زاد عليه " (مشكواة المصابيح ٢٠٠)

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে তিনি রাসূলে করীম (সাঃ) হইতে শুনিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ভোরবেলায় একশতবার এবং সন্ধ্যায় একশত "সোবহানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দেহী" দোওয়াটি পাঠ করেন রোজ-কিয়ামতের দিন তাহার তুল্য সোওয়াবের অধিকারী আর কেহই হইবে না।"

(মেশ্‌কাত—২০০ পৃঃ)

৪। "عن الاعز المزنى قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا
الى الله فانى اتوب اليه فى اليوم مائة
مرة . (مسلم شريف كتاب الاستغفار)

(ب) وانى لاستغفر الله فى اليوم
مائة مرة - (مشكوة ٢٠٣)

"আয়েজ্জেল. মুজান্নি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, হে মানব সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র নিকট তোমরা "তওবা" করিতে থাক দেখ আমি স্বয়ং দৈনিক একশত বার তওবা করিয়া থাকি।

অপর আর একটি রেওয়াতেও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "ওয়া ইন্নি লা আস্তাগফেরুল্লাহা ফিল ইয়াওমে মেয়াতা মাররাতিন" অর্থাৎ "দেখ আমিও দৈনিক একশতবার ইস্তেগফার পড়িয়া থাকি।"

উপরোক্ত হাদীস দ্বারাও দৈনিক একশত বার "ইস্তেগফার" পড়িবার প্রমান পাওয়া যাইতেছে।

দোওয়া প্রত্যেক মোমীনের জন্য তাহার আত্মার আধ্যাত্মিক খোরাক স্বরূপ। দোওয়ার মধ্যে পরম করুণাময় আল্লাহ্ অস্বাভাবিক শক্তি ও প্রভাব (আসর) রাখিয়াছেন। দোওয়া দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) দোওয়ার অস্বাভাবিক শক্তি সম্পর্কে বলিয়াছেন।

"আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি যে, দোয়ার মধ্যে বিশেষ কার্যকরী ক্ষমতা রহিয়াছে, যাহা অগ্নি ও পানীর শক্তি হইতেও অধিক পরাক্রমশালী।" (বারাকাতুদ্দোওয়া)

আমাদের প্রিয় খলিফা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) গত ১৩৮৮ হিজরী সনের পবিত্র ১লা মহর্‌রম হইতে সমগ্র আহ্‌মদীয়া জমাআতকে এক বৎসরের জন্য "তাস্‌বীহ" "তাহ্‌মীদ" এবং দরুদ শরীফ ও অধিক মাত্রায় তওবা ও ইস্তেগফার পড়িবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

হুযুর, উপরোক্ত দোওয়াসমূহ দৈনিক অন্ততঃ ২০০ শত বার পড়িবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইদানিং হুজুর তাঁহার জুমা'য়ার খুতবায় অনুরূপ দোওয়া সমূহ অব্যাহত রাখার জন্য জমাআতকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

হুযুরে আক্‌দাস (আইঃ) নিম্নরূপে দোওয়া সমূহ পড়ার নির্দ্দেশ দেন যথাঃ—

(১) "সোবহানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দেহী সোবহানাল্লাহিল্‌ আজীম"

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদীন্ ওয়া-আলে মোহাম্মাদীন্‌"... (২০০ বার)

(৩) "আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহা রাব্বি মিন্‌ কুল্লে জাম্বেওঁ ওয়া-ওআতুবো ইলায়হে' ......(১০০ বার)

(৪) "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্‌ আজীম" (১০০ বার)

(৫) "রাব্বানা আফ্‌রেগ্‌ আ'লায়না সাব্‌রাওঁ ওয়া সাব্বেত্‌ আক্‌দামানা ওয়ান্‌ছুর্‌না আলাল্‌ কাওমিল্‌ কাফেরীন্‌" (৩৩ বার)

(৬) (ক) রাব্বে কুল্লু শাইয়েন্‌ খাদেমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাজনা ওয়ান্‌ছুরনা ওয়ার হাম্‌না

(খ) ইয়া হাফিজু, ইয়া আজিজু, ইয়া রাফিকু (অধিক মাত্রায়)

আমি আশা করি যে, আমার প্রিয় আহমদী ভাই-ভগ্নিগণ হুযুরের উপরোল্লিখিত নির্দ্দেশানুযায়ী হুযুরের বর্ণিত দোওয়া সমূহ নিয়মিত পাঠ করিবার অভ্যাস করিবেন এবং আল্লাহর অনন্ত অসীম ফজল ও রহমতের অধিকারী হইবার চেষ্টা করিবেন। আল্লাহ্‌ আমাদের সবার সহায় হউন। আমীন।

★

ঃ দোজখ ঃ

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

আল্লাহ্তায়ালা গতিশীল মানব জীবনের অনন্ত অসীম যাত্রা পথে ইহজীবনের পরপারে অবস্থিত অধিকতর সমৃধ্যশালী এক ব্যাপক পারলৌকিক জীবন যাত্রার প্রস্তুতির স্তর দুনিয়ার অল্প কয়দিনের সীমাবদ্ধ জীবন মানবের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার আদেশ ও নিষেধের সঙ্গে জড়িত মানবের কর্ম-সমূহের পূর্ণ প্রতিফল প্রদানের ব্যবস্থা রাখিয়া দিয়াছেন এবং দুনিয়ার জীবনে আংশিকভাবে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তাহা উপভোগের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালা তাঁহার আদেশ এবং নিষেধের মোকাবেলায় মানবের জৈবকামনা, বাসনা, ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সমূহের যতার্থ ব্যবহার এবং দয়া, মায়া, শক্তি, সাহস ইত্যাদি আভ্যন্তরীন বৃত্তি সমূহের কল্যাণ-জনক ব্যবহার পদ্ধতি, হেকমত ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য চিরন্তন বিধানানুযায়ী মানব-আদর্শ নবীর মাধ্যমে সুসংবাদ ও সতর্কবানী প্রদানের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

নবীর মহান শিক্ষা ও সজীব আদর্শের অনুশাসনে বৃত্তি সমূহ নৈতিকতার পথে প্রকৃত কল্যাণের দিকে পূর্ণভাবে বিকাশ লাভের সুযোগ পাইয়া থাকে। স্বাধীন মানব নিজের ইচ্ছানুযায়ী নবীর শিক্ষাকে গ্রহণ ও পরিহার করিয়া চলিতে পারে, কোন জোর-জবরদস্তি নাই। নবীর শিক্ষার পরশে হৃদয়ের সংকীর্ণতার স্থলে উদারতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দুনিয়ার জীবনে আপন পরের সীমারেখা ও উচু-নীচু ভেদাভেদ বিদূরীত হইয়া যায় এবং জীবন বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। পবিত্র জীবনে আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব, নূরের বিকাশ সুস্পষ্টভাবে দর্শন করা যায়। নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে প্রেমের গভীর সম্পর্ক স্থাপনের কারণে আশার মধ্যে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, যে কারণে নবীর প্রকৃত অনুগামীগণ কঠিন বিপদের সময়ও নিরাশ না হইয়া ধৈর্য্য সহকারে চেষ্টা চালাইয়া আল্লাহ্তায়ালার আশীষ ও পুরস্কার লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। বৃত্তি সমূহের অপ-প্রয়োগের বেলায়ও অনুরূপ বিপরীতমুখী একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই কর্ম্মফল প্রদানকারী আল্লাহ্তায়ালা বিধানুযায়ী উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিয়া থাকেন। পরলোকে যে স্তরে উপনীত হইয়া অন্যায়কাজে লিপ্ত পাপী, অহংকারী আল্লাহ্র আদেশের প্রতীক নবীর শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের প্রতিক্রিয়া এবং বৃত্তি সমূহের অপপ্রয়োগ জনিত কুফল পূর্ণমাত্রায় দর্শন ও ভোগ করিতে পাইবে, সেই স্তরই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্র কালামে দোজেখ নাম অভিহিত।

আল্লাহ্তায়ালা দোজখকে প্রজ্জলিত হুতাশন রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আগুনের মিছাল প্রদান করিয়া আল্লাহ্তায়ালা অতীব হেকমতে ও জ্ঞানপূর্ণ উপায়ে পরলোকে অবস্থিত দোজখের এক করুণ দৃশ্য মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। মানুষ যাতে আগুনের বিভিন্ন দিক চিন্তা করিয়া সতর্ক ও সংযত হইয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করে এবং ইহ ও পরকালে দুঃখ ভোগ করিতে না হয়।

আগুন নিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় আগুন প্রজ্জলিত অবস্থায় নিজেও জ্বলে এবং আপন দাহিকা শক্তি দ্বারা অপরকেও জ্বালায়। সর্বগ্রাসী আগুন মানবের দীর্ঘকালের সাধনা দ্বারা তৈরী গৃহ, সঞ্চিতধন সম্পদ ও যথা সর্বস্ব ক্ষণিকের মধ্যে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া এমনভাবে নিঃশেষ করিয়া ফেলে যাহা হইতে পাওয়ার

মত ছাই ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সাধের বস্তু সামগ্রীসহ সুখের আলয় আবাস গৃহখানী পুড়িয়া যাওয়ার ফলে মালীকের মনে কতইনা ব্যাথা ও দুঃখ লাগিয়া থাকে। কিন্তু আগুনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ চলে না। পুড়াইয়া জ্বালাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলা আগুনের এক স্বভাব। গৃহ সামগ্রী পুড়িয়া যাওয়ার ফলে যে এক করুণ অবস্থা সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহা হইতে অধিকতর করুণ, আশ্রয়হীন অবস্থা আর কি হইতে পারে। অতি কষ্টে পুনঃ দীর্ঘ সাধনা দ্বারা সবকিছু প্রয়োজনীয় বস্তু নূতনভাবে সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিয়া লওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কারণ আগুন আর কিছুই অবশিষ্ট রাখিয়া যায় নাই! যাহা অবলম্বন করিয়া কিছু করা যাইতে পারে! ভুক্তভোগী ছাড়া এই দুঃখ-জনক অবস্থা অপরের উপলব্ধি করা কঠিন।

আগুন সুপ্ত থাকা অবস্থায় ক্ষতিকর নহে। প্রজ্বলিত হইয়া আসিলেই ইহা দ্বারা ইষ্ট ও অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। হিংস্র জীব-জন্তু এবং সকলেই আগুনকে ভয় করিয়া থাকে। আগুনেরও প্রকারভেদ দেখা যায়। কোন আগুন জ্বালাময়ী এবং উত্তাপপূর্ণ। কোন আগুন বস্তুকে পুড়ায় না অথচ উত্তাপবিহীন আলোক প্রদান করিয়া থাকে, যেমন ইলেকট্রিসিটির আলো। জুনাকী পোকার আলো উত্তাপ বিহীন এবং জ্বালাময়ী নহে। চন্দ্রের আলো শীতল।

আগুনের আবার বিরাট কল্যাণজনক দিক ও রহিয়াছে। আগুনের উত্তাপ ও তেজ হইতে অপরিমেয় শক্তি পাওয়া যায়। আগুন হইতে আলো নির্গত হইয়া অন্ধকার দুর করিয়া থাকে। আগুনের আবিষ্কার মানব জীবনকে বহু কল্যাণের অধিকারী করিয়াছে। মানবের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহের বেলায় আগুনের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। আগুন ছাড়া পাক করিয়া খাওয়ার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। সংযত ব্যবহারে আগুন সমূহ উপকারী বটে; তবে ব্যতিক্রমই বিপদ।

আগুনের উপমা দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা অদৃশ্যলোকে অবস্থিত দোজখের অবস্থাকে জ্ঞানপূর্ণ উপায়ে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। দোজখের মধ্যে জড় জগতের আগুনের অস্তিত্ব, কোন ক্ষমতা ও প্রভাব নাই। তথায় রহিয়াছে জড়-জগতের আগুনের অনুরূপ দুনিয়ার আগুন হইতে শত সহস্র গুণ বেশী তেজপূর্ণ, তীব্র ও অসাধারণ শক্তিশালী অনুতাপের এক মহা অনলকুণ্ড। আত্মার উপর যাহার গভীর প্রভাব রহিয়াছে।

পাপাত্মা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বদ-আমল দ্বারা গঠিত কুৎসিত এবং পরকালোপযোগী সূক্ষ্মদেহে অবাধ্যতার ছাপ নিয়া পরলোকে উপস্থিত হইলে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি অন্যায় অনুষ্ঠান বিভিন্ন সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদির রূপ নিয়া তাহাকে আহ্বান জানাইয়া ঘৃণাভরে তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করিতে থাকিবে। বদকার আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মহান বৃত্তি সমূহ আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রতিনিধি নবীর নির্দ্দেশানুযায়ী বিবেক অনুমোদিত ধর্ম্মপথে পরিচালিত না করিয়া দুনিয়ার জীবনে যে অন্যায় সুখ উপভোগ করিয়াছিল তাহা বিদ্রোহী হইয়া কঠোরভাবে প্রতিবাদ ও ভর্ৎসনা প্রদান করিতে থাকিবে। নিজের অতীত জীবনের অপকর্ম্মের দৃশ্যাবলী অবলোকন এবং ইহাদের কুফল প্রত্যক্ষ করিয়া বদকারের মধ্যে তীব্র অনুশোচনা দেখা দিবে! দোজখের মধ্যে তাহার অন্যায়ের দিকের দর্শন খুলিয়া যাইবে। তখন প্রত্যক্ষভাবে নিজের কৃত ভুল বুঝিতে পারিবে। অপরাধের ভয়াবহ ও বিষময় পরিনাম ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় এবং ত্রাশ সৃষ্টি হইবে। বদকার আক্ষেপ করিতে থাকিবে, হায়! দুনিয়ার স্বার্থহানীর ভয়ে জমানার নবীকে গ্রহণ না করিয়া কি মহা ভুলই না করা হইয়াছে। আর জমানার নবীকে গ্রহণ করিবার পথে স্বার্থহানীর ভয় প্রদর্শন করিয়া যাহারা বন্ধুভাব দেখাইয়া উপকারী বন্ধু সাজিয়াছিল এই বিপদের দিনে তাহাদের কেহই উপস্থিত নাই।

অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনায় অহংকার বশতঃ নবীর শিক্ষাকে গ্রহণ না করিয়া দুনিয়ার জীবনের যে সকল স্বার্থকে প্রধান অবলম্বনরূপে স্থান দিয়া রাখিয়াছিল তাহাই আজ তীব্রভাবে অশান্তির মূল কারণ হইয়া দেখা দিয়াছে। অতীত জীবনের অপকর্মের কথা স্মরণ পথে উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে, আর অনুতাপের অনল রাশি তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া দংশন করিতে থাকিবে? অবস্থা ভীষণ কঠিন অনুভব করিয়া পাপী চিৎকার আরম্ভ করিবে যে, তাহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাওয়া অনেক ভাল ছিল?

জমানার নবীকে গ্রহণ করিয়া যাহারা পাপ হইতে বিরত ছিল, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের অতীতের পাপ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকে দোজখের অনল হইতে মুক্তি দিয়া দিবেন। যাহারা নবীকে গ্রহণ করিয়া স্বভাব সুলভ দুর্ব্বলতা বশতঃ সত্যিকারভাবে পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে নাই, কিন্তু অনুতাপ করিয়াছে; তাহারা দোজখের শাস্তির মধ্যে নিরাশ না হইয়া মুক্তির এক আশার সূত্র দেখিতে পাইবে। নবীর শাফায়ত বা সুপারিশে তাহাদের মুক্তি মিলিবে। আর যাহারা অভিশপ্ত শয়তানের কুপ্ররোচনায় অহংকার বশতঃ এবং দুনিয়ার স্বার্থহানীর ভয়ে আল্লাহ্‌র করুণা, আদেশ ও আনুগত্যের প্রতীক মানবতার প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তিকামী নবীকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার মহান শিক্ষা এবং আদর্শের বিপরীত আচরণ দ্বারা দেলে "যাক্কুম বৃক্ষের" বীজ অর্থাৎ অসৎভাব রোপন করিয়া নিয়াছিল তাহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া পূর্ণ পরিণতিতে দুনিয়ার জীবনে আংশিক কুফল প্রদান করিয়াই শেষ হইয়া যায় নাই। তাহা পরলোকে পত্র পল্লবশূন্য ছায়াহীন কণ্টকাকীর্ণ বিষ বৃক্ষ রূপে দীর্ঘকাল তিক্ত, কষায়, বিস্বাদপূর্ণ, আল্লাহ্‌র আশীস হইতে বঞ্চিত নৈরাশ্যজনক অপবিত্র ও অভিশপ্ত ফল প্রদান করিতে থাকিবে। তাহাদের মুক্তির খবর একমাত্র আল্লাহ্‌-তায়ালাই উত্তম জ্ঞাত আছেন।

প্রজ্জলিত আগুন যেমন বস্তুকে পুড়াইয়া অস্তিত্বহীন করিয়া ফেলে; তদ্রূপ দোজখের অনুতাপনল পাপ-রাশিকে জ্বালাইয়া অস্তিত্বহীন করিয়া ফেলিতে থাকিবে। যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পর যেমন নুতনভাবে আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়, তেমনি পাপের আবেষ্টনী বদকারের অন্যায় আশ্রয় পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পর আত্ম-কালিমা-যুক্ত সংকীর্ণ পরিবেশ হইতে মুক্ত এবং পরম পরিশুদ্ধ হইয়া স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আল্লাহপাক তখন আত্মার জন্য দোজখের অনলকে শীতল করিয়া দিবেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহও সত্যের উদয়ে আত্মার মধ্যে শান্তির স্বর্গীয় হাওয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে। আত্মাপরমানন্দে নুতন আশ্রয়ে প্রবেশের ন্যায় তাহার চিরকালের কাম্য শান্তির পরিবেশ আল্লাহ্‌র নৈকট্যে সুরক্ষিত বেহেস্তে প্রবেশ লাভের অধিকার পাইবে।

দোজখের আগুন কোন অবস্থায়ই আত্মাকে ধ্বংশ করতে পারিবে না। আত্মা অসীম শক্তিশালী সত্বা। ইহা হইল সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালার এক মহান শক্তিশালী আদেশ। মানবের আত্মা হইতে অধিকতর শক্তিশালী একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নাই। আল্লাহতালা আপন অস্তিত্ব ও মহিমাময় গুনরাজি বিকাশের ইচ্ছায় তাঁহাকে ধারণ করিবার যোগ্য ক্ষমতা ও বিকাশ উপযোগী গুনরাজী সম্পন্ন করিবার অবিনশ্বর মানব আত্মার সৃজন করিয়াছেন। যাবতীয় সৃষ্ট বিনষ্ট ও ধ্বংস হইয়া গেলেও মানব-আত্মার লয় হইবে না। আত্মার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতিফলন এবং "আমি'র ধ্বনীতে আত্মার জাগরন ও আত্মার মধ্যে বিরাট আলোড়ন ও অসীম তেজ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সেই তেজ হইতে যে উত্তাপ ও শক্তি সঞ্চারিত হইয়া জড় দেহকে কর্ম্মপ্রেরণা প্রদান ও গতিশীল করিয়া থাকে তাহা জীবনী শক্তিরূপে অভিহিত। ধ্বনীর ফলে আত্মার মধ্যে "আমি" "আমি" প্রতিধ্বনিত হইতে

(অপর পৃষ্টায় দেখুন)

॥ অন্তরমুখী ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

নকল মৌলবী, নকল বেহেস্ত

কিছুদিন হলো গ্রামের বাড়ীতে যাই। পাশের গ্রামেই একটি মাদ্রাসা আছে। কথায় কথায় গ্রামের কয়েকজনের সাথে মাদ্রাসাটির কথা ওঠলো। ঐ মাদ্রাসাতে এখন পরীক্ষা চলছে। কয়েকটি জিলার জন্য নাকি ইহাই পরীক্ষার সেন্টার হয়েছে। আমার কাছে কেমন লাগলো। এত ছেলে পরীক্ষা দিতে আসবে। এদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হবে কেমন করে তা জিজ্ঞাসা করলুম। তারা বলেন এ ব্যাপারে অসুবিধা খুবই হয় তবুও ছাত্ররা এই সেন্টারকে পছন্দ করে। কারণ এখানে নাকি নকলের জন্য সুবিধা হয় বেশী। নকলের কাজে ছাত্ররা যে সব ফন্দি ফিকির করে থাকে তার কিছু শুনলুম। নকলের কাজে সাহায্য করার জন্য নাকি অনেকে ভাড়া করে মৌলবী নিয়ে আসেন। অনেক হাদীস ফেকার কিতাবের ছেড়াপাতা জুতার মধ্য করে আনেন। কাগজের টুকরোয়, নিজের হাতে, পায়ে, গায়ে নাকি অনেক কথা লিখে আনেন। বাহির হতে উত্তর লিখে ছুড়ে দেন ইত্যাদি। কাজ শেষ হলে এগুলো প্রস্রাব পায়খানাতে ফেলে

(দোজখের অবশিষ্ট)

থাকে এবং আমিত্বের ভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে। আল্লাহ্তায়ালা আত্মার এই তাবকে নফছরূপে অভিহিত করিয়াছেন। অসংযত অবস্থায় যাহা আল্লাহ্র সঙ্গে সমকক্ষতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। ফলে জড় এবং আধ্যাত্মিক জগতে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও বিপর্য্যয় সৃষ্টি হইয় থাকে।

নবীর মহান শিক্ষা এবং আদর্শের পরশে আমীত্বের ভাব উজ্জল ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হইয়া সংযত আগুনের অনুরূপ জ্ঞান, তেজ, শক্তি ও আলো ইত্যাদির ন্যায় বিবিধ গুণ দ্বারা নিজের এবং অপরের অসাধারণ কল্যাণ লাভের সুযোগ হইয়া থাকে। নবীর আগমনে আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্র রহমতের দরজা সমূহ উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং দুনিয়ার উপর ইহার গভীর প্রভাব পতিত হইয়া থাকে। স্রষ্টার প্রতি মানব হৃদয়ে সুপ্ত বিশ্বাস, ভক্তি, আনুগত্য ও গভীর প্রেমের ভাব জাগিয়া থাকে। অপরদিকে অভিশপ্ত শয়তানের কু প্ররোচনায় নফছের মধ্যে আনুগত্যের বিপরীত অবাধ্যতা, ও অহংকারের ভাব জাগিয়া উঠে; যাহা অসংযত আগুনের ন্যায় প্রজ্জলিত হইয়া নিজের এবং অপরের অসাধারণ অহীত এবং ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। যাহারা অহংকার বশতঃ ইবলিসের ন্যায় আল্লাহর আদেশ, ইচ্ছা ও করুণার প্রতীক মানবতার প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তিকামী নবীকে অস্বীকার করিয়া নবীর সঙ্গে অন্যায় বিরোধিতায় লিপ্ত হইয়া আল্লাহর দাসত্ব পরিহার করিয়া নিজের খেয়াল খুসী অর্থাৎ নফসের দাসত্ব করিয়া আত্মাকে পঙ্গু এবং অপরাধের কালিমায় আচ্ছাদিত করিয়া আল্লাহ্র মহিমাময় গুণরাজি বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া নিয়াছে; দোজখের মধ্যে সেই কালিমা পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা রহিয়াছে। যাতে আত্মা কালিমাযুক্ত পরিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রভুকে ধারণ করিয়া প্রগতির পথে শান্তির সহিত সুষ্ঠুভাবে প্রভুর মহান ইচ্ছা ও মহিমাময় গুণরাজি বিকাশ করিয়া পরমানন্দে অনন্ত পথে অগ্রগামী হইতে পারে, শাস্তির আবরণের মধ্যে আল্লাহ্র এক কঠিন অথচ মহানুভব গভীর সদিচ্ছা ও উদ্দেশ্য নিহিত। আল্লাহ্র নৈকট্যই আত্মার কাম্য, জীবন এবং শান্তি। আল্লাহ্র ইচ্ছাও তাহাই।

★

দেন। তাদের এসব কথাতে বিশ্বাস হলো না। মাদ্রাসায় না পড়ে যারা স্কুল কলেজে লেখা-পড়া শিখে 'জাহান্নামে' যাচ্ছে তারা যে নকলেই পাশ করার বড় কল করে নিয়েছে তা অনেকটা জানা ছিলো। কিন্তু যারা কোরআন হাদিস পড়ে আমাদের ইমান আমলকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য ইসলামী আদর্শের পথ দেখাবেন তারা স্বজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে এমন গহিত কাজ করবেন তা কল্পনা করতেও মন ব্যথায় ভরে যায়, দিল শিওরে উঠে।

বাড়ী হতে ফিরার পথে ট্রেনেই মাদ্রাসার ৪ জন ছাত্র ওঠলেন। কথাবার্তায় জানতে পারলুম এরা সবাই উপরোক্ত মাদ্রাসা হতে সেন্টার পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরছেন। ধীরে ধীরে একজনের সাথে আলাপ জমে উঠলো। তাকে চালাক চতুর বলেই মনে হলো। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম পরীক্ষায় ভালই করেছেন। তার সাথে নকলের কথা তুলতে বাঁধ বাঁধ ঠেকলো। তিনি নিজ থেকেই বলেন যে, এবার প্রশ্নের ধারা বদলে যাওয়ায় নকল করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিলো। তার কথার সূত্র ধরে এই সম্বন্ধে কথা শুরু করলুম। গ্রামবাসীরা নকল সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছিলেন তিনিও অনুরূপ কথাই শুনালেন। তখন আমার পুরানা ধারণা আর ধরে রাখতে পারলুম না। বুঝলুম নকলের সর্বত্র গতি। খাদ্যে নকল, ঔষধপত্রে নকল স্কুল কলেজে নকল। এসবের সীমানা পার হয়ে দেখলুম নকল এখন মাদ্রাসাগুলোতেও বেশ ঝাকিয়ে আঁখড়া করে বসেছে। সর্বত্রই এখন ধ্বনি উঠেছে জিন্দাবাদ নকল জিন্দাবাদ।

চোখের সামনে ফুটোমুখ ৪ জন মৌলবী সাহেবকে দেখছি। মনের গহনে ব্যাথার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে "হবো নায়েবে রসুলদের" অধঃপতন দেখে। কতক্ষণ নির্বাক থেকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলুম—এরূপ নকল করে যারা মৌলবী হচ্ছেন—তারা ত আসল মৌলবী নয়। তাদেরকে 'নকল মৌলবী বল্লেই ভাল হয়। তারা আমাদের সামনে যে ইসলাম পেশ করবেন—তাও নকল ইসলামই হবে, তারা যে বেহেস্তে আমাদের নিয়ে যেতে চান তাও হয়ত নকল বেহেস্তেই হবে। এসব কথা শুনে তারা চুপ হয়ে গেলেন তবুও তাদেরকে বল্লুম হযরত রসুল করীম বলেছেন—আখিরি জামানার তথাকথিত আলীমগণ দুনিয়ার সর্বোনিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে—এর আর কোনকিছু বাকী আছে কি?

নিরুত্তর রইলেন তারা। মনে আরো প্রশ্ন জাগলো আল্লাহ্‌র রসুল বিদ্বানের কালীও শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র; না তা কখনও হতে পারে না। খোদার রসুল প্রকৃত বিদ্বানের কথাই বলেছেন। কখনও এরূপ 'নকল বিদ্বানের কথা বলেননি। কারণ এরা ফাঁকি দিয়ে বিদ্বান বনছেন। ফাঁকিবাজ ব্যক্তি কখনও শহীদের উপরে মর্যাদা পেতে পারেন না। যদি তা না হতো তবে সৎ আখলাক সৎ আমলের কোন মূলাই থাকে না যে। অথচ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মানব জীবনে এসবের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বর্তমান জামানাতে একদিকে যেমন নকলের প্রসার চলেছে তেমনি নকলের ফাঁকি হতে বেচে থাকার জন্য সাবধান বাণী শুনা যায়। তাই বলছি জনগণ যে উপরোক্ত 'নকল মৌলবীদের' প্রভাব হতে বেঁচে চলেন, দূরে থাকেন। এরা শুধু নিজেদেরই নয়, সমাজ এবং ইসলামের জন্যও দুদিন ডেকে আনছেন।

★

॥ আজ্ঞানুবর্তিতা ॥

মকবুল আহাম্মদ খান, বি, এ, (অনার্স)

বিধির বিধান পালনের মাধ্যমে সৃষ্টির প্রবাহ চলে এসেছে! তাই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগমনই সৃষ্ট জীবের সহজাত প্রবৃত্তি! প্রকৃতির নিয়ম কানুনই তাদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। বিধি-বিধানের পূর্ণ অনুগমন করেই তাঁরা বেঁচে থাকে। তবে মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তা দ্বারা প্রকৃতির নিয়ম কানুনকে আংশিক বসে এনে, প্রকৃতির দানকে নিজের সুখ-সুবিধার উপযোগী করে ব্যবহার করতে পারে। প্রকৃতির উপর তার এই প্রাধান্য তার মনে একটা অহমিকা ও অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। এই অহমিকা কখনও সীমা ছাড়ায়ে যায় এবং মানুষ সৃষ্টির উপর তার আংশিক কর্তৃত্বকে নিজের বাহাদুরী মনে করতঃ সৃষ্টি-কর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এমন কি তাকে অস্বীকার করার মত দুঃসাহসও সময় সময় তার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আফসোস, সে ভুলে যায় যে, সৃষ্টি কর্তাই তাকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে "আশরাফুল মখলুকাৎ" অর্থাৎ "সৃষ্টির প্রধান" উপাধি দিয়েছেন। তাই সৃষ্টির উপর মানবের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব সৃষ্টিকর্তারই পরিকল্পিত দান বিশেষ। এজন্য মানবের উচিত ছিল সৃষ্টিকর্তার নিকট নতজানু হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ যুগে যুগে অস্বীকৃতি ও অকৃতজ্ঞতার পথকে বেছে নিয়ে অহমিকার ভ্রমে পতিত হয়ে এসেছে। সৃষ্টিকর্তার দেওয়া প্রাধান্যকে সৃষ্টিকর্তারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে সে সর্বদাই প্রয়াসী হয়েছে। মহান স্রষ্টা তার সব সৃষ্টিকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন—"আমি সবকিছু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছি" (কোরআন)। অথচ মানুষ মনে করে এ "সুন্দর ভুবন" আপনা থেকেই তার বশে এসেছে বা আসছে। এতে তার জন্মগত অধিকার ও প্রাধান্য আছে; এর মূলে স্রষ্টার কোন কার্যকরী পরিকল্পনা নাই। আফসোস, স্রষ্টার দান পেয়ে, সেই দয়াল-দাতাকেই ভুলে যাই আমরা।

আমরা ভুলে যাই, কি অসহায় অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে আমাদের আগমন হয়। মাতা-পিতার দয়া ও করুণার উপর তখন নির্ভর করে আমাদের অস্তিত্ব, সুখ ও সাচ্ছন্দ। তাঁদের আদেশ নিষেধ প্রতিপালনের মধ্যে তখন আমাদের মঙ্গল থাকে নিহিত। পরবর্তী জীবনে স্বাবলম্বী হওয়ার সাথে সাথে পূর্বকালীন অসহায়তা ও পরনির্ভরশীলতার কথা আমাদের মন হতে ধীরে ধীরে মুছে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, বয়োবৃদ্ধির সাথে মাতাপিতার প্রতি কোন কোন লোকের ভক্তি বা আকর্ষণ থাকে না। এমনও লক্ষিত হয় যে, মাতাপিতার সাথে সে শত্রুতায় লিপ্ত হয়। এ উদাহরণ হতেই আমরা সহজে বুঝতে পারি কিভাবে আমরা আমাদের অন্তরস্থ প্রভু আমামাদের সৃষ্টিকর্তা হতে নিজেকে সরায়ে ফেলি। অসহায় অবস্থায় তার শরণাপন্ন হওয়ার যে প্রবৃত্তি হৃদয়ে সবাই অনুভব করি, বিপন্মুক্ত অবস্থায় সেটা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। প্রাচুর্য, প্রভাব, প্রতিপত্তি, দক্ষতা বুদ্ধিমত্তা, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য মানুষকে তার সৃষ্টি কেন্দ্র হতে বিচ্যুত করে ফেলতে চায়। এগুলি হইতে যদি সে ক্রমে বঞ্চিত হয় তখন সে অন্তরে বিরাট অভাব অনুভব করে এবং তখনই শুধু সে ভাবতে পারে যে, এগুলি তার জন্মগতও নয় নিজস্বও নয়। এগুলি যেন কারো দান। কে যেন খুসীমত দেয় এবং খুসীমত ছিনিয়েও নেয়।

এই অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত হলে, তার প্রাণে যে ভাব উদিত হয়, কবির ভাষায় তা এই :—

'হাস্য যেথায় ছড়ায়ে দিয়েছ,
সেথা তোমা সবে গেছে ভুলি,
অশ্রু-বন্যা যেথা বহায়েছ,
তোমা নিয়ে সেথা কোলাকুলি :"

মোটের উপর মানুষ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে দিন কাটায়। তার কৌশল-প্রকৌশল, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান তার জীবনকে নিশ্চয়তার স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। তার অগ্রগতি তাকে রহস্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়নি। সে জ্ঞান-বিজ্ঞানে যত পূর্ণতা অর্জন করে অপূর্ণতার অনুভূতি তার কাছে ততই প্রতিভাত হতে থাকে।

অহমিকা ও আমিত্বের মোহ কেটে গেলে, মানুষ তার সীমাবদ্ধতা গভীরভাবে অনুভব করতে পারে। অতএব পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী প্রভুর কাছে নতি স্বীকারেই তার প্রকৃত মঙ্গল। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে তার সৃষ্টি-কর্তার কাছে শান্তিময় নতি স্বীকারের পথ প্রদর্শন করে। আমাদের ধর্ম "ইসলাম" এই নীতি স্বীকারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিজ নামকরণের মাধ্যমেই বহন করে।

খোদাওন্দ করিম, হযরত আদম (আ:)-কে সৃষ্টি করে ফেরেস্তাগণকে আদেশ করলেন,—"তাঁর কাছে নতি স্বীকার কর।" কেননা তিনি খোদার প্রতিনিধি ও অধিক জ্ঞানী; ফেরেস্তারা তাঁর কাছে নতি স্বীকার করলেন। কিন্তু তিনি যখন ইবলীসকে আদেশ করলেন,—"আদমের কাছে নতি স্বীকার কর।" তখন ইবলীস নতি স্বীকারে অস্বীকৃত হল, এবং বলল, "আমি আগুনের তৈরী আর আদম মাটির তৈরী। আগুন মাটি হতে শ্রেষ্ঠ। অতএব আমিও আদম হতে শ্রেষ্ঠ।"

আগুন মাটি হতে শ্রেষ্ঠ একথার মাঝে স্পষ্ট সত্য কিছু নাই। এ শুধু অহমিকার প্রকাশ। কেননা মাটি ও আগুন উভয়ই মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়। মাটিই বরং অগ্নি হতে অধিক প্রয়োজনীয়। মাটিতেই জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়; অগ্নিতে নয়। অতএব অলীক অহমিকাই ইবলিসের পতনের এবং অভিসম্পাতের কারণ হল।

এই ক্ষুদ্র গল্পের মধ্যে নিগূঢ়তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং বুঝানো হয়েছে যে, সৃষ্টির ইতিহাসে বিধি-বিধানের অনুগমন ও অনুসরণ একটা প্রয়োজনীয় গুণ। এতে এও বুঝানো হয়েছে যে, সদাজ্ঞার বিরোধিতা করার মাঝে বিপ্লবের, অভিশাপের ও বিনাশের বীজ থাকে। আল্লাহতায়ালা অনুগ্রহ করে মানুষকে "স্বাধীন ইচ্ছা" প্রদান করেছেন, যা তিনি আর কোন জীবকে দেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথেই এ স্বাধীন ইচ্ছা প্রবল হতে থাকে। স্বাধীন ইচ্ছা যতই প্রবল হতে থাকে স্বকীয়ত্ব ততই বাড়তে থাকে। অসহায়তার অবস্থা কাটায়ে উঠার দরুণ স্বাধীন ইচ্ছ ও স্বকীয়ত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; পরে লাগামছাড়া হয়ে গেলে আমিও ও অহমিকা এত প্রবল হয় হয় যে, ঐশী নিয়ম কানুনেরও আদেশ আজ্ঞার বিরোধিতা করার প্রবৃত্তি পর্যন্ত মনে প্রবিষ্ট হতে থাকে। যতক্ষণ এ "স্বাধীন ইচ্ছা" নদীর তীর বেয়ে প্রবাহিত হয়, ততক্ষণ এটা ফলপ্রসূ হয়। তা দ্বারা জীবনের ফসল ফলানো যায়। কিন্তু যখন এ স্বাধীন ইচ্ছা বিপদ-সীমা লঙ্ঘন করে বন্যা প্রবাহের রূপ ধারণ করে এবং দুকুল ছাপিয়ে তীব্র বেগে ধাবিত হয়, তখন পরিণাম হয়ে উঠে ভয়াবহ। জীবনের সব ফল-ফসল ধ্বংস করে এ বন্যা তখন অশেষ দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে উঠে।

কেউ কেউ বলেন 'স্বাধীন ইচ্ছা" যখন আছে, স্বাধীনভাবে তা ব্যবহারে আপত্তি কি? উত্তরে বলা যায়, ইচ্ছা করেই তো লোকে চুরি করে, ডাকাতি করে বা জঘন্য খুন-খারাবি করে। আমরা তা সমর্থন করতে পারি কি? জীবন যদি অর্থহীন ও উদ্দেশ্য হীন হত তবে হয়ত স্বাধীন ইচ্ছার এরূপ ব্যবহার অনুমোদন

করা যেত। মৃত্যুতে যদি সব কিছুর ইতি হত, তবে উদ্দেশ্যহীন জীবন যাত্রা না হয় মেনে নিতাম—"নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক, দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে, মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।" কিন্তু আমাদের এ জীবন ত এক গতিশীল অফুরন্ত জীবনের পথে একটি পদক্ষেপ মাত্র। এ পদক্ষেপ আমাদের গর্তেও ফেলতে পারে। আবার অনবদ্য অফুরন্ত জীবনের কুসুমাস্তীর্ণ পথেও নিয়ে যেতে পারে। অতএব "স্বাধীন ইচ্ছার" সদ্ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। মনে করুন আমার ছেলে আমার কাছে থাকে একটি কলমের মূল্য বাবদ একটি টাকা চেয়ে নিল। সে বাজারে গিয়ে যদি কলা দেখে কলমের কথা ভুলে যায় এবং লোভে পড়ে কলা নিয়ে খেয়ে ফেলে তখন কি আমি বলব না যে, আমার পয়সাটা সে নষ্ট করেছে। খাওয়া দ্বারা পয়সাটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি বটে, তবুও পয়সাটা ঠিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি বলে, আমি রুষ্ট হব এবং ছেলেকে কম বেশী শাস্তি দেব।

আমি পয়সা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছেলের কিছু কেনার মূলধন ছিল না। আমার দেওয়া পয়সা তার মূল ধন হল। অপপ্রয়োগ এ মূলধনের উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ করে দিল। তাই সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। এম্নি করে খোদার অনুগ্রহের দান "এই স্বাধীন ইচ্ছা" ও একটি বিরাট মূলধন। এর অপপ্রয়োগ দাতাকে রুষ্ট না করে পারে না। অতএব তার আদেশ নিষেধ মান্য করে তাঁর মনস্তুষ্টি কুড়ানোই বুদ্ধিমান ও ঈমানদারের কাজ।"

মানুষ ধর্ম-প্রবণ সামাজিক জীব। ধর্ম ও সমাজ এতদুভয়ের প্রকৃত রক্ষনা-বেক্ষণের জন্য একদিকে যেমন আদেশ দানকারী নেতার প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনি আদেশ নিষেধ মান্যকারী অনুগামীর প্রয়োজন। ধর্ম জগতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা তৎপ্রতিনিধিরই আদেশ দানের অধিকার আছে। আহ্‌মদী জামাতভুক্ত মুসলমানের সবচেয়ে বড় গৌরব এই যে, মুসলিম জগতে যখন কাণ্ডারী বিহীন নৌকার মত আঁধার সমুদ্রে পাড়ি জমাচ্ছে, আহমদী জামাত তখন খোদার খলিফার নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ জালে শানহুর চেহারা মোবারক দর্শনের অভিপ্রায়ে ইসলামের তরী বেয়ে স্থির পদক্ষেপে লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলেছে। ধর্ম-জগতে খোদার খলিফার পরাজয় হয় নি, আর হবেও না। তেমনি খোদার খলিফার অনুগমনকারীরাও পরাজয় বরণ করে না বরং খোদার খলিফার পূর্ণ অনুগমনের ফলে তারা লক্ষ লক্ষ আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হয়। এইসব আশীর্বাদ তাঁরা নিজের জীবনে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। অতএব ধর্ম জগতের সম-সাময়িক খলিফার অনুগমনই কৃতকার্য হওয়ার প্রকৃত পথ।

কোরআন শরীফে মানব জাতিকে খোদা আদেশ করেছেন, "আল্লাহ্‌তালার আজ্ঞা পালন কর, রসুলের আজ্ঞা পালন কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দিবার অধিকারী তাদের আদেশ পালন কর।" আল্লাহ্ ও রসুলের আদেশ মান্য করার বিষয় উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে "আদেশ দানের অধিকারীরী বিষয় আলোচনা করব। গৃহে মাতা-পিতা আদেশ দানের অধিকারী, স্কুলে শিক্ষক ছাত্রকে আদেশ দানের অধিকারী, কোনও প্রতিষ্ঠানে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট বা কার্যনির্বাহক কমিটি আদেশ নির্দেশ দানের অধিকারী, সে প্রতিষ্ঠান ছোট হউক, আর বড়ই হউক, সেরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র প্রধান আদেশ-নির্দেশ ঘোষণার অধিকারী। যারা এ অধিকারকে ক্ষুন্ন করার প্রয়াস পায় তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, অশান্তি সৃষ্টি করে এবং বিপ্লব ডেকে আনে। তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যাহত করে। খোদা এবং খোদার রসুলের আদেশ পরিপন্থি না হলে, আদেশ-নির্দেশ দানের অধিকারী গণের আদেশ পালন করাও অবশ্য কর্তব্য। কেননা ইহা ধর্মের আদেশ। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের

মধ্যে যেমন প্রখর ছিল নেতৃত্বের গুণ, তেমনি প্রখর ছিল নিরঙ্কুশ অনুগমনের গুণ।

হযরত খালেদ বিন্ ওলিদ তখন সিরিয়ার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি। যুদ্ধ বিজয়ের জন্য ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। তাঁর যশঃ ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হযরত ওমর তখন মুসলিম জাহানের অধিকর্তা, ইসলামের খলিফা। বিশেষ কারণে হযরত ওমর আদেশ পাঠালেন। জেনারেলের পদ হতে খালেদকে অপসারণ করা হল এবং তার নিম্নস্থ কর্মচারী আবু ওবায়দাকে তার স্থলে জেনারেল নিযুক্ত করা হল। পত্র পেয়ে খালেদ বিন ওলিদ আবু ওবায়দাকে খবর পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "খোদার খলিফা ওমর আপনাকে কমাণ্ডার-ইন্-চীফ পদে নিয়োগ করেছেন। সে পত্র আপনি পেয়েছেন কি?" তিনি অধোবদনে বিনম্রভাবে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" সঙ্গে সঙ্গে খালেদ তাঁকে বললেন, "তবে আর দেরী করছেন কেন? এই মুহূর্তে আপনি আমার কাছ থেকে কার্য ভার গ্রহণ করুন এবং খলিফার আদেশ কার্যকরী করুন। খলিফার আদেশ কাজে পরিণত করতে দেরী হলে আমি বহু পুণ্য হতে বঞ্চিত হব।" খলিফার এই কঠোর আদেশ তাঁকে একজন জেনারেলের মর্যাদা হতে অধীনস্থ পর্যায়ে নামিয়ে দিচ্ছে জেনেও তিনি অতি আগ্রহের সহিত তা পালন করলেন এবং এরূপ করাকেই তিনি পূণ্য মনে করলেন। এভাবে আদেশ নিষেধের তাৎপর্যপূর্ণ অনুসরণ ও অনুগমন দ্বারাই প্রথম যুগের মুসলমানরা বিশ্ব বিজয়ে সমর্থ হয়েছিলেন। আহ্‌মদী জামাত এ পথ ধরেই সারা বিশ্বে ইসলামের সৌধ রচনা করবে।

এ যুগে Democracy বা গণতন্ত্র একরূপ স্লোগানে পরিণত হয়েছে। পার্থিব ব্যাপারে তার স্বাদ বিস্বাদ দুই-ই অনুভূত হয়েছে। তাই গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ রূপদানে কোনও দেশেই এখনো সম্ভব হয় নি। এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে। যাহোক, ইসলামী খেলাফত প্রচলিত গণতন্ত্র হতে ভিন্ন। খোদাতালার হেদায়েতের ভিত্তিতে খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা এই খেলাফতের সাথে সরাসরি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। অতএব খলিফার আদেশ নিষেধের সাথে শুধু ইহজগতের সুখ-সুবিধাই নয় বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাও জড়িত। এজন্যই গণতন্ত্র সম্মত Opposition ও criticism এবং Cheeks ও Balances এর কথা এখানে চলে না, চলতে পারেও না।

প্রকৃত কথা হল, আমাদের ব্যক্তি সাধীনতা বা স্বাধীন ইচ্ছা খুবই সীমিত। শত স্বাধীনতা, শত বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছা সত্বেও আমরা খোদার পরিকল্পিত পথের বাইরে বিচরণ করতে অক্ষম। কৃষক তার গরুকে তরুর ছায়ায় রাখবার জন্য তাকে গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। গরু তখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না। কিন্তু সে চায় এই দড়ি ছিড়ে কোথাও স্বাধীন ভাবে চলে যেতে। দড়ি ছিড়ে চলে গেলে দুপুরের রোদে কষ্ট পাবে, সে জ্ঞান তার নেই। তাছাড়া দড়ি ছিড়েও সে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। কৃষক তাঁকে আবার ঘরে এনে বাধবেই। অতএব, তরু ছায়াতলে কৃষকের দেওয়া ঘাস খেয়ে থাকাই কি গরুটার জন্য উৎকৃষ্ট নয়? কৃষকের পরিকল্পনা মোতাবেক চললে, তার প্রতি কৃষকের নেক নজর থাকবে। আর তার বিপরীত চললে তাকে সাস্তি পেতে হবে। কৃষক নিজে শাস্তি না দিলেও ভুল পথে যাওয়ার দরুণ সে কষ্টে পতিত হবে। আমরাও প্রকৃত পক্ষে খোদার পরিকল্পিত পথে এমনি-তরো বাঁধাই আছি। তাই বলি—

মুক্ত ছেড়ে দেওনি তুমি, জীবন যখন দিলে,
শিকল একটা দিলে বেঁধে হৃদের অকূল তলে।
মুক্ত যখন ধারায় ছুটি, শিকলে দাও টান,
তোমার কাছে নেও টানিয়া তোমার দেওয়া প্রাণ।

✱

ছোটদের পাতা

আৎফালুল আহ্‌মদীয়া

খলিফার ডাকে সাড়া দাও

একদা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের সু-মধুর বাণী প্রচারকল্পে এক ভোগের আয়োজন করেন। পানাহারের পর তিনি সকলকে শান্তির বাণী শুনাইলে সকলেই বিরক্তভাব প্রকাশ করে এবং রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্বন্ধে কটুক্তি করে। তখন হযরত আলী (রাঃ) সকলের সম্মুখে উচ্চস্বরে ইসলাম গ্রহনের কথা ঘোষণা করেন।

তখন হযরত আলী (রাঃ)-র-বয়স মাত্র এগার বৎসর। চিন্তা করে দেখ তাঁহার ত্যাগ কত মূল্যবান ছিল। সত্যকে গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি সকল কিছু উপেক্ষা করেন। সেইজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে মুসলিম জাহানের খলিফা হবার সৌভাগ্য দান করেন।

এইযুগে আমাদের মহান খলিফা তোমাদের উপর ওয়াক্‌ফে জদীদের চাঁদার ভার ন্যস্ত করে তোমাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ লাভের এক মহা সুযোগ দান করেছেন। তোমরা জান যে, আমাদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মোসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ইসলামের মুল শিক্ষা পুনঃ প্রতিষ্টাকল্পে ও ইসলামের প্রতি আরোপিত ভ্রান্ত আপত্তিগুলোকে খণ্ডনের জন্য "ওয়াক্‌ফে জদীদ" কায়েম করেছেন। আমাদের বর্তমান খলিফা হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ সাহেব (আইঃ) এই চাঁদার কতক অংশ আদায়ের ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন।

তোমরা নিজ শক্তি অনুযায়ী খলিফার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অধিকারী হও। তোমরা কি এই সহজ কোরবানীতে অংশ গ্রহন করবে না? ইহা কি সহজ ত্যাগ নয়। হযরত আলী (রাঃ) ত্যাগের সহিত ইহার কি তুলনা হয়? অতএব তোমরা সকলে এতে অংশ গ্রহণ কর। এ বিষয়ে অধিক জানতে হলে আমাদের অফিসে লিখতে পার।

ওয়াস্‌সালাম

"ভাইজান"

★

আহ্‌মদীর লিখক লেখিকাদের প্রতি

আমরা আমাদের লেখক লেখিকা ভ্রাতা-ভগ্নিদের আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আহ্‌মদীর মান-উন্নয়নের জন্য একটি নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে মওলবী মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

আহ্‌মদীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য লেখক-লেখিকা ভ্রাতা ভগ্নিদের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

অতএব, আমরা আশা করি যে, আমাদের লেখক লেখিকা ভ্রাতা ভগ্নিগণ লেখিতভাবে আহ্‌মদীর জন্য লেখা পাঠাইয়া আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। আমরা যথার্থ গুরুত্ব সহকারে প্রত্যেক লেখা বিবেচনা করিব এবং তাহা আহ্‌মদীতে প্রকাশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

—সম্পাদক আহ্‌মদী

চলার পথে

মোঃ আখ্‌তারুজ্জমান

বিচিত্র এ ধরার বুকে চলতে গেলে কত সমস্যা যে এসে পথ রোধ করে দাড়ায় তার হাদিস রাখা ভার। ক্ষেত্র বিশেষে এদের ভূমিকা গুরু-লঘু উভয় ধরণেরই হয়ে থাকে বৈকি। তবে যাই হউক, চলার পথে এসব সমস্যার বাধাকে পদদলিত করলেও এদের অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই।

কথাটা একটু পরিস্কার করেই বলি। ধরুন আপনার বন্ধু একই সাথে কলেজে পড়ে। সর্বদা একত্রে চলতে গিয়ে কথাচ্ছলে বন্ধুটি একদিন বলে ফেলল, "দুনিয়াটাতে আর শান্তির কোন পথ নেই" আপনি যে আহমদী সে কথা অবশ্য তার জানা আছে। সুযোগ বুঝে আপনি একটু তবলিগ করার মানসেই বললেন যে, শান্তির পথ থাকবে না কেন? যেহেতু আমরা মুসলমান এবং ইসলাম শান্তির ধর্ম। তখন বন্ধুটি বড় রকমের নিশ্বাস ছেড়ে বলল্ ইসলাম তো শান্তির ধর্ম ঠিকই কিন্তু···? আপনি এবার বললেন, ইসলামের বৈশিষ্ট এখন মোসলমানদের মধ্যে নেই বলেই দুনিয়াতে এ অবস্থা এবং এ জন্যই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এসেছেন। তখন বন্ধুটি বলল, কি বললে? ইমাম মাহদী? উনার আসার সময় তো আরও অনেক বাকী! অবশ্য কথা কাটতে গিয়ে বন্ধুটি বলল, ইমাম মাহদী (আঃ) যদি এসেই থাকেন তবে কি কি মোজেজা তিনি দেখিয়েছেন? আপনি কিছু মোজেজার উদাহরণ দেখিয়ে সেদিনকার মত বাড়ী এসেছিলেন। পরদিন আবার সেই বন্ধুর সাথে দেখা। এবার অন্য রকম। প্রথম দেখাতেই বন্ধু এক সাথ হেসে বলে উঠল। আমরা সবই বুঝি কিন্তু! আপনি আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, কি ব্যাপার? তখন বন্ধুটি বলতে লাগল, "আমি আমাদের পাড়ার মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বললেন যত মোজেজা এবং অলৌকিক কুদরতই দেখাক না কেন, তোমাদের নবী মীর্যা গোলাম আহ্‌মদকে নাকি তিনি কোন দিন বিশ্বাস করবেন না! তিনি আরও বললেন, আর যাই হউক মীর্যা গোলাম অহ্‌মদ কোন দিন নবী হতে পারেন না।" আপনি বললেন এ রকম কথার কি অর্থ হতে পারে? আর একথার পিছনে কোন যুক্তি আছে কি? তখন বন্ধুটি বলে উঠল, এ জন্যই মৌলভী সাহেব বলেছেন, তোমাদের সাথে কথা বলাই হারাম। এ যুগের নায়েবে রসুল বলে দাবীকারকগণের এহেন কথা শুনে বিস্মৃত হওয়ার চেয়ে চিন্তিত হওয়ার কারণই বেশী বলে মনে হয়!

মৌলবী সাহেবের পরামর্শের ফল আর যাই হউক, আমাদের বন্ধু কিন্তু ঠিকই রইল। এমনি ভাবে চলতে ফিরতে অনেক কথার ফাঁকে একদিন হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু নিয়ে কথা উঠল। তখন বন্ধুটি বলল, ঈসা (আঃ) ত চৌথ আসমানে। শেষ যুগে ইমাম মাহদী (আঃ) যখন দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবেন তখন ঈসা (আঃ) এসে তাঁকে সাহায্য করবেন। কথা শুনে আপনি রেগে গেলেন এবং বললেন, তোমরাতো কোরআনকেই বিশ্বাস কর না। পুরান কিসসা কাহিনীকেই তোমরা খোদার বাক্য মনে কর, যদি সেগুলি কোন মৌলভী সাহেবের মুখ থেকে শুন। তখন সে বলে উঠল, কে বলে আমরা কোরআনকে বিশ্বাস করি না বরং তোমরাই হাদিস কোরআন মান না। আপনি বললেন তবে শুন, কোরআনের বহু জায়গায় ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর সংবাদ খোদাতায়ালা দিয়েছেন। বিশেষ করে সুরা এমরানের পনর রুকুতে খোদা বলেছেন,

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সংবাদ

আহ্‌মদী জগৎ

(১)

রাবওয়া হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, হযরত আকদাস আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসিহিস্‌সালেসের স্বাস্থ্য খোদাতায়ালার ফজলে ভাল রহিয়াছে।

বন্ধুগণ প্রিয় ইমামের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার দরগায় দোয়া জারী রাখিবেন।

(২)

হযরত কাজী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌ সাহেব (হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) তিনশত তের সাহাবীর মধ্যে শেষ জন) রক্তচাপ এবং শারিরীক দুর্বলতার দরুন বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার বেগম সাহেবা ও অসুস্থ, তাহাদের উভয়ের রোগমুক্তির জন্য দোয়ার জন্য বন্ধুদের অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৩)

বন্ধুগনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশনের চাঁদা আদায়ের শেষ তারিখ ৩০শে জুন। অতঃপর এই চাঁদা গ্রহণ করা হইবে না।

বন্ধুগন ওয়াদাকৃত চাঁদা উক্ত সময়ের পূর্বে আদায় করিয়া অশেষ সওয়াবের অধিকারী হউন।

(৪)

সম্প্রতি চট্টগ্রাম, মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে এক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। উক্ত বনভোজনে খোদ্দামদের মধ্যে তেলাওয়াত ও বক্তৃতা প্রতিযোগীতা হয়। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

শান্তির কাফেলা

সিয়েরালিওনঃ ফেব্রুয়ারী মাসে সিয়েরালিওন জমাতের ২০তম বাৎসরিক জলসা সফলতার সহিত বো (Bo) শহরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সিয়েরালিওনের গভর্ণর জেনারেল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। তিনি আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রচার পদ্ধতি এবং ধর্মীয় সংস্কার সাধনের ভূয়সী প্রসংশা করেন। মন্ত্রীবর্গও জলসায় আগমন করেন। বাস্তবিকা

চলার পথের অবশিষ্ট্য

وما محمد الا رسول ط قد خلت من قبله الرسل

অর্থাৎ "এবং মোহাম্মদ (সাঃ) রসুল ছাড়া কিছুই নহেন, তাঁর পূর্বের সকল নবী নিশ্চয় মারা গেছেন।" একথা শুনে আপনার বন্ধু বলে উঠ্‌ল, এজন্যই মৌলভী সাহেব বলেছেন, ধর্ম নিবে বাড়াবাড়ী করা নিষেধ! দেখলেন তো "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত" কথাটা কেমন খেটে গেছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কোন এক ছুটিতে দেশের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অবশ্য এর কিছুদিন আগেই আমি আহমদী হয়েছি। আমাদের বাড়িতে একজন মৌলভী থাকতেন। একরাত্রে উনার থাকার ঘরে গিয়ে বসলাম। আহমদী বলে প্রথম তিনি আমার সাথে কথা বলতে চাইলেন না। আমি নিজেই নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ শুরু করলাম। আস্তে আস্তে ধর্ম নিয়েও কথা হল। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আসলে তাঁকে মান্য করা সকলের অবশ্য কর্তব্য। একথা তিনিও স্বীকার করলেন কিন্তু সাথে সাথে বলে উঠলেন। উনার আসার সময় আরও অনেক বাকী। তিনি আরও বললেন, তখন দুনিয়াটা উলট পালট হয়ে যাবে, দুনিয়াতে তখন বেশী মানুষ থাকবে না। কারণ দাজ্জাল তখন মানুষকে হত্যা করবে এবং বিপথে নিয়ে যাবে। সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু একটি কথাই বললাম, দাজ্জাল কেমন? তখন তিনি যা বললেন তা শুনে আমি চমৎকৃত হলাম। তিনি ঠিক একথাটি বলছিলেন, কোরআনে আছে দাজ্জালের দুইটি বড় বড় কান থাকবে এবং এগুলি এত বড় হবে যে, একটি দিয়ে তার বিছানা এবং অপরটি দিয়ে কাঁথার কাজ চলবে। আমি বললাম মৌলভী সাহেব, কোরআনের কোথায় এমন কথা আছে দয়া করে আমাকে দেখিয়ে দেন না। অবশ্য তখন পবিত্র কোরআনও আমার হাতের কাছেই ছিল যাঁর সাথে উর্দ্দু তরজমাও ছিল। কথা শুনে তিনি বললেন্‌ "ঠিক কুরআনে আছে কিনা জানিনা তবে হাদিসে আছে।" একথা বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম, সাথে সাথে দেখিয়ে দিতে বলব এমনটি হয় তো মৌলভী সাহেব আশা করেন নি।

অবশেষে খোদার কাছে মোনাজাত করি তিনি যেন এসব লোকের শুভ বুদ্ধি জাগাবার ব্যবস্থা করেন।

(আমিন)।

অপূর্ব প্রতিশোধ

কুদ্‌সিয়া বিন্‌তে মীর্যা

আসন্ন মৃত্যুর পেয়ে পূর্বাবাস নবীজি ডাকিয়া কন্ সকলে
যাবার সময় হয়েছে আমার পরিব মৃত্যুর কোলে ঢলে।
হয়ত করেছি অনেক অপরাধ, না জেনে করেছি ভুল
সে ভুলের আজ নিতে পার বদলা নিতে পার তার মাশুল।
চারিদিক নীরব, সবাই চুপচাপ, মুখে নেই কারো কথা
হঠাৎ এক সাহাবীর কণ্ঠ ভেঙ্গে দিল সে নীরবতা।
মনে আছে মোর সঠিক হে নবী বদর যুদ্ধের মাঠে
আপনি চাবুক দিয়ে তব হেনেছিলেন মোর পিঠে।
ছিলনা সে সময় চাদর কোন মোর পিঠের' পর
আমিও নিতে চাই সে ভাবে আঘাতের শোধ মোর।
সকল লোক উঠিল রাগিয়া, কাহারও জ্বলিয়া উঠিল ক্রোধ
কেউবা বলে আমার পিঠেই নিয়ে নাও তার শোধ।
কিন্তু হাসি মুখে নবীজি তাঁর খুলিলেন পিঠের' বরণ
সকলে চ'হিয়া রহিল দেখিতে কি করে নাদান দুষমন?
কিন্তু একি! কি দেখিল তারা! একি অপূর্ব দৃশ্য অনুপম
অশ্রুপূর্ণ চোখে সাহাবী তাঁর দিতেছে পিঠে চুম।
আঁশু ঝরিল সবার চোখে ভাবিল সবাই তায়
এরূপ বুদ্ধি তাদের মনেও জাগিলনা কেন হায়?

সংবাদের অবশিষ্ট

কয়েক বৎসর পূর্বে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রচেষ্টায় আজ ত্রিত্ববাদ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে অসমর্থ।

টাঙ্গানিয়া ঃ রাবওয়া হইতে মৌলানা অবদুল বাসেত সাহেব সহি সালামতে টাঙ্গানিয়া পৌঁছাইয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থে স্থানীয় জমাত এক সম্বর্দ্ধনা মিটিংয়ের আয়োজন করে। উক্ত মিটিংএ শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিগনকেও নিমন্ত্রন করা হয়।

মৌলনা সাহেব সোহায়েলী ভাষায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, ইহাতে সকলেই মুগ্ধ হয়। বন্ধুগণ তাঁহার কামীয়াবির জন্য দোয়া অব্যাহত রাখিবেন।

পশ্চিম জার্মানী ঃ—জনাব মসউদ আহ্‌মদ ঝিলামীও জনাব মাহ্‌মুদ ইসমাঈল জাদশ, সাহেব ইসলাম সম্বন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ফলে ইসলাম সম্বন্ধে অনেক কু-সংস্কারতার অবসান ঘটে।

আমাদের প্রচারকগণ সেখানকার স্কুলে বিনা পয়সায় তুলনামূল ধর্ম শিখাইতে প্রস্তুত দেখিয়া সকলেই তাহাদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ জানান।

মরিশাস ঃ—স্থানীয় খ্রীষ্টানদের সাথে এক লিখিত বাহাস হয়, একটি খ্রীষ্টান পত্রিকায় উভয়ের মতামত প্রকাশ হয়। বাহাইদের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য আমাদের খোদ্দামগন যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাহারা আহ্‌মদীদের সাথে আলাপ করিতে মোটেই প্রস্তুত নহে। লাজনা, খোদ্দাম ও আতফালদের মিটিং সাফল্যের সাথে সমাধা হইয়া গিয়াছে। আমাদের জমাতের ব্যয়ে সেখানে আটটি মাদ্রাসা চলিতেছে।

★

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না।

আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

—(হকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ ইসাব্দ)

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs, 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.